NOT TO BE LENT OUT

কামাখ্যা মাহাত্ম্য।

শ্রীশিবকৃষ্ণশর্ম্মা পাণ্ডা

ও

শ্রীবিষ্ণুকান্তশর্ম্মা পাণ্ডা

কর্ত্তৃক

সংগৃহীত ও প্রকাশিত।

কামাখ্যা-ধাম,—কামরূপ।

মহামহোপাধ্যায় ৺ধীরেশ্বর ভট্টাচার্য্য কবিরত্ন

কর্ত্তৃক সংশোধিত।

তৃতীয় সংস্করণ।

প্রিণ্টার—শ্রীগিরীন্দ্রচন্দ্র সোম,

শীতলা প্রেস্,

৪।১ নং চালতাবাগান সেকেণ্ড লেন, কলিকাতা।

১৩২৯, মাঘ।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

এই কামরূপে যত তীর্থের নাম পাওয়া যায়, অধুনা তাহার সংখ্যা করা দুঃসাধ্য ; কারণ, কোন গুলি কালপ্রভাবে লুপ্ত, কতকগুলি অনির্দ্দিষ্ট, কোন কোনটি বা ব্রহ্মপুত্র গর্ভে লীন হইয়াছে।

ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণতীরে শৈলমালা-পরিশোভিত প্রাচীনতম রাজধানী প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরীর (গৌহাটীর) নৈর্ঋত কোণে দুই মাইল অন্তরে নীল-শৈলোপরি কামাখ্যাদেবী বিরাজিতা। এই নীলাচলশিখরে সতীর মহামুদ্রা (যোনিমণ্ডল) পতিত হওয়াতে এই পীঠ কামাখ্যা নামে অভিহিত হইয়াছে। কামাখ্যা হিন্দুদিগের প্রধান তীর্থস্থান।

পুণ্যভূমী ভারতে ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুদিগের শান্তিনিকেতন অনেক তীর্থ আছে ; কিন্তু কামাখ্যার মত এমন মনঃপ্রাণ-মোহকর পবিত্র শান্তির আধার, একাধারে প্রেম, জ্ঞান ও সৌন্দর্য্যের সমাবেশ আর কোথও নাই। ইহার মাহাত্ম্য ও প্রমাণাদি এই স্থানে আর পুনরুল্লেখ করা হইল না, গ্রন্থমধ্যেই বিবৃত হইয়াছে। পূর্ব্বে কামাখ্যা দেবীর মন্দির সুশোভিত প্রস্তর-নির্ম্মিত ছিল ; উহা কামদেব কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই মন্দির আজিও আনন্দাখ্য নামে অভিহিত হইয়া থাকে ; এই মন্দিরের গায়ে চৌষট্টি যোগিনী ও অষ্টাদশ ভৈরব-মূর্ত্তি খোদিত আছে, এই গুলিও কামদেব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বলিয়া প্রসিদ্ধ ; অধুনা উহার নিম্নার্দ্ধমাত্র আছে। কালক্রমে বোধ হয় কোনও ধর্ম্মবিপ্লবে এই মন্দিরের উপরিভাগ ভাঙ্গিয়া গেলে, মন্দিরের অবশিষ্টাংশ সহ মহাপীঠ বিলুপ্ত হইয়া পড়ে। তাহার পর যে ভাবে বর্ত্তমান ঐতিহাসিক যুগে এই মহাপীঠের উদ্ধার সাধন হইয়াছে, তদ্‌বিষয়ে আমরা আসামের প্রত্নতত্ত্বলোচনকারী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের প্রবন্ধাষ্টক-গ্রন্থোক্ত কামাখ্যামহাপীঠ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত করিলাম।

এদেশে বহুকাল হইতে কামাখ্যামন্দিরের নির্ম্মাণ ও আবিষ্কার সম্বন্ধে

একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। প্রবাদটি এই—ভূতপূর্ব্ব কুচবিহারাধিপতি বিশ্বসিংহ মেচ ও কোচজাতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজাদিগকে পরাস্ত করিয়া কমতাপুর অধিকার করিলে ঐ সকল ক্ষুদ্র রাজগণ বল সংগ্রহ করিয়া তাঁহারা শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হয়। রাজা ও তাঁহার ভ্রাতা তাহাদিগকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে ক্রমশঃ পূর্ব্বাভিমুখে যাত্রা কবিয়া, গৌহাটীতে উপস্থিত হইলেন। একদা ভ্রমণ করিতে করিতে ভ্রাতৃদ্বয় পরিশ্রান্ত, তৃষ্ণার্ত্ত ও অনুচরভ্রষ্ট হইয়া নীলাচলোপরি উপস্থিত হইলেন। অধুনা যেমন এই স্থান বহুজনাকীর্ণ হইয়াছে, তখন এ প্রকার ছিল না; তখন তথায় অতি সামান্য মেচ ও কোচজাতীয় কতিপয় লোকের আবাস-ভূমি ছিল। পিপাসিত, অনুচরভ্রষ্ট রাজা বিশ্বসিংহ ও তদীয় ভ্রাতা শিবসিংহ সেই মেচ-বসতিতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় কাহারও সাক্ষাৎ না পাইয়া, তাঁহারা বিষণ্ণমনে ফিরিয়া আসিতেছেন, এমন সময়ে এক বটবৃক্ষের তলে একটি বৃদ্ধাকে দেখিতে পাইলেন। সেই স্থানে একটি মাটীর চিপিও ছিল। বৃদ্ধা ঐ বটবৃক্ষেব তলে বিশ্রাম করিতেছিল।

পথশ্রমে ক্লান্ত ও পিপাসার্ত্ত ভ্রাতৃদ্বয় তথায় উপস্থিত হইলে, বৃদ্ধা তাঁহা-দের যথোচিত সেবা শুশ্রূষা করিলেন। ভ্রাতৃযুগল ঐ মাটীর চিপি ও তথায় উত্থিত জল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় বৃদ্ধা বলিল, উহা তাহাদের আরাধ্য দেবতা। তচ্ছ্রবণে রাজা ভক্তি-গদগদ-চিত্তে প্রণামপূর্ব্বক সহচরগণের সহিত পুনর্মিলনের জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলেন। মহামায়ার মাহাত্ম্যে অল্পকাল পরেই রাজসহচরবৃন্দ তাঁহাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভ্রাতৃদ্বয় সেই দেবতার এবম্প্রকার মাহাত্ম্য দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যা-ন্বিত হইয়া সেই দেবতার পূজাদি সম্বন্ধে বৃদ্ধাকে নানা বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধা বলিল যে, তাঁহাকে পূজা করিতে হইলে ছাগাদি বলি, সিন্দুর ও স্ত্রীলোকের পরিধেয় রক্তবস্ত্রালঙ্কারাদি দিতে হয়। ইহা শুনিয়া

যে প্রকারেই হউক, আমাকে একবার মহামায়াকে দেখাইতেই হইবে।

ব্রাহ্মণ তখন নিতান্ত নিরুপায় হইয়া বলিলেন,—"মহারাজ! তিনি ভক্তাধীন, ভক্তকে তিনি নিজেই দেখা দিয়ে থাকেন; আপনিও কায়মন সমর্পণ করিয়া ভক্তিভরে তাঁহাকে ডাকুন, অবশ্যই মহামায়া দেখা দিবেন।"

তথাপি মহারাজ প্রতিনিবৃত্তি না হইয়া বলিলেন,—"ঠাকুর! কেন আর ছলনা করিতেছ? আমি তোমাকে কিছুতেই ছাড়িব না, তুমি শুধু এই কথাটি বল, যে সময় তুমি মন্দিরে পূজা করিতে যাইবে, আমাকে জানাইয়া যাইবে ও আমি যদি কোন উপায়ে তাঁহাকে দর্শন করিতে পারি, তুমি তাহাতে বাধা দিবে না।"

তখন ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"মহারাজ! আপনাকে বাধা দিবার শক্তি আমার নাই; আপনি যদি বলপূর্ব্বক দেখিতে পারেন তাহাতেও আমার আপত্তি নাই। আমি প্রত্যহই সায়ং-সন্ধ্যার পর মন্দিরে যাইয়া ভগবতীর পূজা করিয়া থাকি এবং পূজান্তে স্তোত্রপাঠের সময় ঘণ্টাধ্বনি করিলে, মহামায়াও অনুগ্রহপূর্ব্বক দেখা দিয়া থাকেন।"

মহারাজ ব্রাহ্মণমুখ-নিঃসৃত বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন ও ব্রাহ্মণকে প্রণামপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন যে, প্রভো, আপনি নির্দয় হইবেন না; আপনি তুষ্ট হইলে' আমার কার্য্যসিদ্ধি হইবে।

এই প্রকার বিনয়যুক্ত বাক্যে মহারাজ ব্রাহ্মণকে সন্তুষ্ট করিলেন। ব্রাহ্মণও মহারাজের আগ্রহাতিশয্যে আর কিছু না বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর মহারাজ বিপ্র-কথিত সময়ে ঘণ্টাধ্বনি শ্রবণ করিয়া, মন্দিরস্থ গবাক্ষের ছিদ্র দিয়া, মন্দিরের ভিতরে ব্রাহ্মণ যে স্থানে বসিয়া

সূচীপত্রম্ ।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

বিষয় ।				পত্রাঙ্ক ।
তীর্থশব্দস্য ব্যুৎপত্তিঃ	...	...	...	১
কামরূপ-নামকথনম্	...	...	...	২
কামরূপস্য দিঙ্নির্ণয়ঃ	...	...	...	৩
কামরূপ-সীমাকথনম	...	...	...	৩
কামরূপ-মাহাত্ম্য-কথনম্	...	...	...	৪
কামরূপ-যাত্রা-মাহাত্ম্যম্	...	...	...	৮
নীলশৈলাদি-নিরূপণম্	...	...	...	১০
প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর-শব্দোৎপত্তিঃ	...	...	...	১৬
পঞ্চক্রোশ-নির্ণয়ঃ	...	...	...	৩

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

যাত্রা-নিয়মঃ	...	...	...	১৮
যাত্রিক-কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যতা-কথনম্	...	...	...	১৯

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

যুগে যুগে পীঠপ্রাধান্য-কথনম্	...	...	...	২২
তীর্থোৎউক্তিঃ	...	...	...	৩
পঞ্চমূর্ত্ত্যভিধ কামাখ্যা	...	...	...	২৫
কামাখ্যাশব্দোৎপত্তিঃ	..	...	...	২৬
শাবদাশব্দোৎপত্তিঃ	...	...	...	২৬
ত্রিপুব'শব্দোৎপত্তিঃ	..	...	...	২৭
কামেশ্বরীশব্দোৎপত্তিঃ	...	...	...	৩

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

বিষয়।				পত্রাঙ্ক।
গণেশকথনম্	...	.	...	৪০
প্রণামমন্ত্রঃ	...	...	...	ঐ
বেতালভৈরবঃ		..	...	ঐ
প্রণামমন্ত্রঃ	...	...	...	ঐ
ঘণ্টাকর্ণপ্রণামমন্ত্রঃ		...	...	৪১
দুর্গাকুণ্ডকথনম্	.	...	...	ঐ
প্রণামমন্ত্রঃ	...	...	...	৪১
আম্রাতকেশ্বর কথনম্	.	...	...	ঐ
প্রণামমন্ত্রঃ	...	.	...	৪২
বৃহদ্গণেশকথনম্	.	.	...	,,
প্রণামমন্ত্রঃ	...	..	...	ঐ
ত্রিবিক্রমকথনম্	.	..	...	৪৩
হনুমৎ-কথনম্	...	...	...	ঐ
প্রণামমন্ত্রঃ	..	..	...	ঐ
সৌভাগ্যকুণ্ডকথনম্	...	..	...	৪৪
সৌভাগ্যমধ্যে ষট্‌কুণ্ডনির্ণয়ঃ	..	...	...	ঐ
সৌভাগ্যকুণ্ডস্থ স্নানাদিমন্ত্রঃ	.	...	...	৪৬
সঙ্কল্পঃ	.	...	...	ঐ
অর্ঘ্যদানমন্ত্রঃ	...	...	...	ঐ
স্নানমন্ত্রঃ	...	...	...	ঐ
প্রদক্ষিণফলম্	...	...	...	৪৭
পার্ব্বণশ্রাদ্ধ-কথনম্	...	...	...	

বিষয়।				পত্রাঙ্ক।
অবৈধহিংসায়া দোষঃ	...	...	...	৮২
কামাখ্যা-স্তোত্রম্	...	...	...	৮৩

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

কামাখ্যা-পূজা-ফলম্	..	...	...	৮৬
কামাখ্যা-কবচম্	...	..	...	৯৮
অথাঙ্গদেবতোৎপত্তিঃ	..	...	...	৯৯
অথাঙ্গদেবতানির্ণয়ঃ	...	...	...	ঐ
পূজাফলম্	.	...	...	৯০
লক্ষ্মী-সরস্বতী-কথনম্		.	...	ঐ
প্রণামমন্ত্রঃ	..	...	..	ঐ

নবমোঽধ্যায়ঃ।

ধূমাবতী-কথনম্	...	...	...	ঐ
প্রণামমন্ত্রঃ	...	...	.	৯১
ত্রিপুরা-ভৈরবী-বেতাল-দ্রাবিণোনির্ণয়ঃ		...	...	ঐ
প্রণামমন্ত্রঃ	...	...	...	৯৯
.. মোচন-কথনম	...	...	...	১১৩
প্রণামমন্ত্রঃ	.	...	...	১১৪
স্নানমন্ত্রঃ	..	...	...	১১৫
সঙ্কল্পমন্ত্রঃ	...	...	...	ঐ
অমৃতকুণ্ডকথনম্	...	...	...	ঐ
সঙ্কল্পঃ	...	...	...	১১৬
স্নানমন্ত্রঃ	...	...	...	ঐ

বিষয়।				পত্রাঙ্ক।
আবাহনম্	...		...	১৯৩
স্তোত্রম্	..	.	...	"
অর্ঘ্যদানমন্ত্রঃ	...	..	...	১৯৪
প্রণামমন্ত্রঃ	...	..	...	"
মাহাত্ম্যম্	...	...	..	"
অষ্টাশোক-কলিকানাম	...	...	...	১৯৫
পানমন্ত্রঃ	...	...	...	১৯৬
অম্বুবাচীনির্ণয়ঃ	..		...	১৯৭
কামাখ্যাঙ্গবস্ত্রমাহাত্ম্যম্	..	..	...	১৯৯

কামাখ্যা-মাহাত্ম্যম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

অথ তীর্থ শব্দস্য ব্যুৎপত্তিঃ—অমরে।

ঋষিজুষ্টে জলেঽপি চ।

ঋষিজুষ্টে ঋষিসেবিতে জলেঽপি ;
অপিশব্দাৎ ভূমিপর্ব্বতাদাবপি,
অতএব ঋষি-সেবিতং জলভূমি-
পর্ব্বতাদিকং তীর্থম্। তথাহি—
যদধ্যাসিতং মহদ্ভিস্তদ্ধি তীর্থং প্রচক্ষ্যতে।
তরতি পাপাদনেন ইতি তীর্থং ;
অতঃ পাপাৎ তরণায় সর্ব্বৈরেব তীর্থং
গন্তব্যং সেবনীয়ঞ্চ।

ঋষি সেবিত জলভূমি পর্ব্বতাদিকে তীর্থ বলে। পাপ হইতে যদ্দ্বারা মুক্ত হয়, তাহাকে তীর্থ বলে। অতএব পাপ হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য সকলেরই তীর্থ গমন ও তীর্থ সেবন করা উচিত।

মহাভারতে।

এবং কুরুষ্ব কৌন্তেয় সর্ব্বতীর্থাভিষেচনম্।
যাবজ্জীবকৃতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি॥

হে কৌন্তেয়! এই প্রকার সকল তীর্থাভিসেচন (তীর্থে স্নান) কর; যাবজ্জন্মকৃত পাপ তৎক্ষণাৎ নাশ হইবে।

কাশীখণ্ডে।

প্রভাবাদদ্ভুতাদ্ভূমেঃ সলিলস্য চ তেজসা।
পরিগ্রহান্মুনীনাঞ্চ তীর্থানাং পুণ্যতা স্মৃতা॥

ভূমির কোন অদ্ভূত প্রভাব, জলের কোন অদ্ভূত তেজ কিম্বা মুনিদিগের অধিষ্ঠান জন্য তীর্থ পুণ্যস্থান বলিয়া অভিহিত।

অথ কামরূপনামকথনম্।

কালিকাপুরাণে।

শম্ভোর্নেত্রাগ্নি-নির্দ্দগ্ধঃ কামঃ শম্ভোরনুগ্রহাৎ।
তত্র রূপং যতঃ প্রাপ কামরূপং ততোঽভবৎ॥

মহাদেবের নেত্রকোপাগ্নিতে কামদেব দগ্ধ হইবার পর পুনর্ব্বার তাঁহার অনুগ্রহে এই স্থানে পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হন বলিয়া, এই দেশ কামরূপ নামে অভিহিত হয়।

তথাচ যোগিনীতন্ত্রে।

কৃতে কর্ম্মণি সিধ্যেত কামনাশু সুরেশ্বরি।
ততো মর্ত্ত্যঃ কামরূপমিতি রূপমকল্পয়ৎ॥

হে সুরেশ্বরি! মানব এই পীঠে যে কোন কামনা করিয়া জপ ও পূজাকার্য্য করিলে, তাঁহার কামনা অতি শীঘ্র সিদ্ধি লাভ করে বলিয়া, পুরাবিদ্‌গণ এই দেশকে কামরূপ নামে অভিহিত করিয়াছেন।

দিঙ্‌নির্ণয়ঃ।

ঐশান্যাং পূর্ব্বভাগে চ কামরূপং বিজানীহি।

ভারতবর্ষের ঈশানকোণে এবং পূর্ব্বভাগে কামরূপ দেশ অবস্থিত।

কামরূপ-সীমাকথনম্।

কালিকাপুরাণে।

করতোয়ানদীপূর্ব্বং যাবদ্দিক্করবাসিনীম্।
ত্রিংশদ্‌যোজনবিস্তীর্ণং যোজনৈকশতায়তম্॥
ত্রিকোণং কৃষ্ণবর্ণঞ্চ প্রভূতাচলপূরিতম্।
নদা-শত-সমাযুক্তং কামরূপং প্রকীর্ত্তিতম্॥

কামরূপের সীমা পশ্চিমে করতোয়া হইতে পূর্ব্বে দিক্করবাসিনী পর্য্যন্ত। ইহার পরিমাণ দৈর্ঘ্যে একশত যোজন, বিস্তারে ত্রিশ যোজন। ইহা ত্রিকোণ, কৃষ্ণবর্ণ এবং প্রভূত-পর্ব্বত-বেষ্টিত এবং একশত নদী-সমাযুক্ত; ইহাই কামরূপ বলিয়া প্রকীর্ত্তিত।

তথাচ যোগিনীতন্ত্রে।

করতোয়াং সমাশ্রিত্য যাবদ্দিক্করবাসিনীম্;
উত্তরস্যাং কঞ্জগিরিঃ করতোয়াৎ তু পশ্চিমে।
তীর্থশ্রেষ্ঠা দিক্ষুনদী পূর্ব্বস্যাং গিরিকন্যকে॥

স্ব স্ব পীঠে অবস্থিত আছেন। স্বয়ং মহাদেবও এইস্থানে বিদ্যমান আছেন। ব্রহ্মা ও আমি সর্ব্বদাই অবস্থিত আছি; চন্দ্র ও সূর্য্য সততই বাস করিতেছেন। এইটি অতিশয় রহস্য ও উত্তম স্থান বলিয়া দেবতারা ক্রীড়ার জন্য আগমন করিয়া থাকেন। এখানে সর্ব্বতোভদ্রানামে লক্ষ্মী আছেন; ইহা অতিশয় গোপনীয় স্থান।

কুব্জিকাতন্ত্রে।

কামরূপং মহাপীঠং সর্ব্বকাম ফলপ্রদম্।
কলৌ শীঘ্রফলো দেবি কামরূপে জপঃ স্মৃতঃ॥

হে দেবি, কামরূপ মহাপীঠ; ইহা সকল কামনার ফল দান করে; বিশেষতঃ কলিকালে কামরূপে জপ করিলে, শীঘ্রই ফললাভ হয়।

তাক্ষ্যে।

কামরূপং মহাপীঠং কামাখ্যা যত্র তিষ্ঠতি।

কামরূপ মহাপীঠ, যেখানে কামাখ্যা দেবী বিরাজমান আছেন।

কামরূপ-যাত্রামাহাত্ম্যম্।

কালিকাপুরাণে।

কামরূপং মহাপীঠং যো জানাতি নরোত্তমঃ।
স দিব্যজ্ঞান-সম্পন্নঃ পরং নির্ব্বাণমাপ্নুয়াৎ।
যঃ কামরূপে সকলে পীঠযাত্রাং সমাচরেৎ।
আসাদ্য সকলং পীঠং পূজয়েৎ সর্ব্বদেবতাঃ॥
দশ পূর্ব্বান্ দশ পরানাত্মানঞ্চৈকবিংশতিম্।
দিব্যে জ্ঞানে নিধায়াশু সর্ব্বৈস্মুক্তিমিয়াৎ সহ॥

মহাভাগবতে।

কামরূপস্য তীর্থস্য যত্র সাক্ষাৎ স্বয়ংশিবা।
প্রত্যক্ষা ফলদা মর্ত্ত্যৈঃস্থানং নাস্তি ততোঽধিকম্॥
যত্র দেবাঃ সগন্ধর্ব্বা ব্রহ্মাদ্যাশ্চ সুরোত্তমাঃ।
প্রত্যহং সমুপাগত্য সেবন্তে ভক্তিতৎপরাঃ॥

যে কামরূপ তীর্থে সাক্ষাৎ ভগবতী অবস্থিতা, তাঁহার মাহাত্ম্য বলিতেছি শ্রবণ কর। মর্ত্ত্যে এমন প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ স্থান আর নাই, এই কামরূপে দেব, গন্ধর্ব্ব ও ব্রহ্মাদি সুরোত্তমগণ প্রত্যহ আগমন করিয়া পূজা করিয়া থাকেন।

যোগিনীতন্ত্রে।

তত্র যে মানবাঃ সন্তি তে দেবা নাত্র সংশয়ঃ।
তত্র যদ্‌বজ্জলং দেবি তৎ সর্ব্বং তীর্থমেব হি॥
উপবীথিশ্চ বীথিশ্চ উপপীঠঞ্চ পীঠকম্।
সিদ্ধপীঠং মহাপীঠং ব্রহ্মপীঠং তদন্তরম্॥
বিষ্ণুপীঠং মহাদেবি রুদ্রপীঠং তদন্তরম্।
তদ্বযোনিরিখ্যাতা চতুর্দ্দিক্ষু সমন্ততঃ॥
তত্র তত্র মহাপূজোত্তরোত্তরফলাধিকা।
দ্বিগুণং দ্বিগুণং ভদ্রে ফলমেব সুনিশ্চিতম্॥
সর্ব্বেষাঞ্চৈব বিদ্যানাং সর্ব্বমন্ত্রস্য শাম্ভবি।
পূজনে জপনে চৈব দ্বিগুণং দ্বিগুণং ফলম্॥

পীঠের মধ্যে, কামরূপ শ্রেষ্ঠ ও মহাফলপ্রদ। হে মহেশ্বরি! একবার মাত্র পূজা করিলে, সমস্ত পীঠ পরিত্যাগপূর্ব্বক আমি সেই পূজকের শরীরে বাস করিয়া থাকি।

নীলশৈলাদি-নিরূপনম্।

কালিকাপুরাণে:

লীনায়াং যোগনিদ্রায়াং ময়ি পর্ব্বতরূপিণি।
স নীলবর্ণঃ শৈলোঽভূৎ পতিতে যোনিমণ্ডলে॥
স তু শৈলো মহাতুঙ্গঃ পাতালতলমাবিশৎ।
তস্যা আক্রমণাদ্গাঢ়ং হ্যন্তঃস্থং দ্রুহিণো হ্যধাৎ॥
সতু পূর্ব্বং ব্রহ্মশক্তিং শিলাং ধর্ত্তুং চতুর্ম্মুখঃ।
শৈলরূপোঽভবৎ তেন শৈলরূপেণ মামধাৎ॥
ব্রহ্মা পর্ব্বতরূপী স ময়ি পর্ব্বতরূপিণি।
সংসক্তোঽধোঽগমদ্ গাঢ়মাক্রান্তো মায়য়া বিধেঃ॥

শিব বলিতেছেন,—যখন মহামায়া যোগনিদ্রারূপিণী সতীর, যোনিমণ্ডল পর্ব্বতরূপী আমাতে বিলীন হইয়াছিল, তখনই পর্ব্বত নীলবর্ণ হয়; সেই জন্যই ইহাকে নীলাচল বলে। মহামায়ার গাঢ় আক্রমণ হেতু এই মহাতুঙ্গ পর্ব্বত যোনিমণ্ডলের ভার সহ্য করিতে না পারায়, ক্রমশঃ পাতালতলে প্রবেশ করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা ব্রহ্ম-শক্তির দ্বারা পূর্ব্বদিকে শৈলকে ধারণ করেন এবং পর্ব্বতরূপে আমাকেও ধারণ করিয়াছিলেন। মায়া কর্ত্তৃক গাঢ় আক্রান্ত ব্রহ্মা পর্ব্বতরূপে পর্ব্বতরূপী আমাকে ধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া, অধোগত হইতে লাগিলেন।

যোনিপীঠে চ নিষ্পাপা যে বসন্তি নরোত্তমাঃ।
তে সর্ব্বে শঙ্করা জাতাস্ত্রিনেত্রাশ্চন্দ্রমূর্দ্ধজাঃ ॥

হে দেবি! অমোণি হইতে মণি পর্য্যন্ত এবং গন্ধমাদন হইতে চিত্রাচল পর্য্যন্ত ইহার মধ্যবর্ত্তী পঞ্চক্রোশ পরিমিত স্থান কামাখ্যা-যোনিমণ্ডল। ইহা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ইন্দ্রাদি দেবগণের সেবিত ও পরমাদ্ভুত, এই পঞ্চক্রোশ-পরিমিত স্থান সকলের পক্ষে দুর্লভ। মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, দেবতারাও এই স্থানে মৃত্যু ইচ্ছা করেন। যে ব্যক্তি এই পঞ্চক্রোশের মধ্যবর্ত্তী যোনিপীঠে গমন করেন, তিনি শিবসদৃশ হন এবং দেহান্তে কখনও তাঁহাকে যমযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। যে নরশ্রেষ্ঠগণ এই যোনিপীঠে বাস করেন, তাঁহারা নিষ্পাপ ও ত্রিনেত্র শশিশেখরের ন্যায়।

ইতি কামাখ্যা-মাহাত্ম্যে প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

করিবে না। যে তীর্থের যে দেবতা ও যে ব্রাহ্মণ, তাহাই পূজ্য এবং বন্দনীয়। তাঁহাদের বাক্যই পবিত্র।

পদ্মপুরাণে।

যস্য হস্তৌ চ পাদৌ চ মনশ্চৈব সুসংযতম্।
বিদ্যা তপশ্চ কীর্ত্তিশ্চ স তীর্থফলমশ্নুতে॥

যাহাদের হস্ত, পদ, মন সুসংযত এবং যাহারা বিদ্যা, তপ ও কীর্ত্তিবিশিষ্ট, তাঁহারাই তীর্থের ফল লাভ করিয়া থাকেন।

স্কান্দে।

মুণ্ডনঞ্চোপবাসশ্চ সর্ব্বতীর্থেষ্বয়ং বিধিঃ।
বর্জ্জয়িত্বা গয়াং গঙ্গাং বিশালাং বিরজাং তথা॥

গয়া, গঙ্গা, বিশালা ও বিরজা—এই সকল তীর্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সকল তীর্থেই মুণ্ডন ও উপবাস করা বিধেয়।

অনুপোষ্য ত্রিরাত্রাণি তীর্থান্যনভিগম্য চ।
অদত্ত্বা কাঞ্চনং গাশ্চ দরিদ্রো নাম জায়তে॥

যে ব্যক্তি ইহজন্মে ত্রিরাত্র উপবাসী হয় নাই, তীর্থেও গমন করে নাই এবং সুবর্ণ ও গো দান করে নাই, সে ব্যক্তি নিশ্চই পরজন্মে দরিদ্র হয়।

তীর্থোপবাসশ্চ ফলবিশেষার্থঃ—তদর্থমভিগম্য ব্রতোপবাস-নিয়মযুক্তস্ত্র্যহমবগাহমানস্ত্রিরাত্রমুষিত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।

তীর্থে যে উপবাসের কথা বলা হইয়াছে, তাহাও ফলবিশেষের প্রাপ্তির নিমিত্ত মাত্র। যে ব্যক্তি তীর্থে গমন করিয়া ব্রত, উপবাস ও নিয়মযুক্ত হইয়া ত্রিরাত্র অবগাহন এবং ত্রিরাত্র বাস করে, সে সমুদয় পাপ হইতে বিমুক্ত হয়।

ততো মোহং সমাক্রান্তস্তামাদায় মৃতামহম্।
প্রাপ্তঃ পীঠবরং তত্তু ভ্রমমাণ ইতস্ততঃ॥

মহাদেব বলিতেছেন ;—সমুদয় জীবগণের সৃষ্টির বহুকাল গত হইলে আমি দারার্থী হইয়া দক্ষ-কন্যা সতীর পাণিগ্রহণ করিলাম। তিনি আমার অত্যন্ত প্রেয়সী ভার্য্যা হইয়াছিলেন। সেই দক্ষ-কন্যা সতী পিত্রালয় হইতে আসিবার সময় পিতাকে এইরূপ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করিয়াছিলেন যে, "যদি কখন তুমি আমার স্বামীর অনিষ্ট কর, তাহা হইলে আমি প্রাণত্যাগ করিব।" অনন্তর দক্ষ,—যজ্ঞ করিয়া সমস্ত চরাচরকে নিমন্ত্রণ করিল, কেবল আমাকে নিমন্ত্রন করিল না, সেই অনিষ্ট কার্য্য-হেতুক সতী প্রাণত্যাগ করিলেন। অনন্তর আমি মোহে অবসন্ন হইয়া, সতীর মৃত-শব স্কন্ধে বহন করতঃ চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম ও কুব্জিকা-পীঠ প্রাপ্ত হইলাম।

উন্মত্তবদ্ গচ্ছতোঽস্য দৃষ্ট্বা ভাবং দিবৌকসঃ।
ব্রহ্মাদ্যাশ্চিন্তয়ামাসুঃ শবভ্রংশন-কর্ম্মণি॥
হরগাত্রস্য সংস্পর্শাচ্ছবো নায়ং বিশীর্ণতাম্।
গমিষ্যতি কথং তস্মাদস্য ভ্রংশো ভবিষ্যতি॥
ইতি সঞ্চিন্তয়ন্তস্তে ব্রহ্মবিষ্ণুশনৈশ্চরাঃ।
সতীশবান্তর্ব্বিবিশুরদৃশ্যা যোগমায়য়া॥
প্রবিশ্যাথ শবং দেবাঃ খণ্ডশস্তে সতীশবম্।
ভূতলে পাতয়ামাসুঃ স্থানে স্থানে বিশেষতঃ॥

গমন-পরায়ণ আমার উন্মত্তের ন্যায় ভাব দর্শন করিয়া, ব্রহ্মাদি দেবগণ সতীর শবদেহ বিচ্যুত করিবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

অবস্থিত হইলেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ প্রীতিসহকারে সতীর পদাদি-অঙ্গ পূজা করিলেন।

পঞ্চমূর্ত্ত্যভিধা কামাখ্যা।

কালিকাপুরাণে।

এবং পুণ্যতমে পীঠে কুব্জিকা-পীঠসংজ্ঞকে।
নীলকূটে ময়া সার্দ্ধং দেবী রহসি সংস্থিতা॥
সত্যাস্তু পতিতং তত্র বিশীর্ণং যোনিমণ্ডলম্।
শিলাত্বমগমচ্ছৈলে কামাখ্যা তত্র সংস্থিতা॥
সংস্পৃশ্য তাং শিলাং মর্ত্ত্যো হ্যমরত্বমবাপ্নুয়াৎ।
অমর্ত্ত্যো ব্রহ্মসদনং তৎস্থো মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ॥
তস্যাঃ শিলায়া মাহাত্ম্যাং নত্র কামেশ্বরী স্থিতা।
সা চাপি প্রত্যহং তত্র পঞ্চমূর্ত্তিধরাভবৎ॥
মোহার্থং সর্ব্বলোকানাং মমাপি প্রীতয়ে শিবা।
দেব্যাশ্চাপি নরশ্রেষ্ঠ পঞ্চরূপাণি ভৈরব।
শৃণু বেতাল গুহ্যানি দেবৈরপি সদৈব হি।
কামাখ্যা ত্রিপুরা চৈব তথা কামেশ্বরী শিবা।
শারদা চ মহোৎসাহা কামরূপগুণৈর্যুতা॥

এইরূপ পুণ্যতল ক্ষেত্রে কুব্জিকানামক পীঠে মহামায়া কামাখ্যাদেবী আমার সহিত সর্ব্বদাই অবস্থিত আছেন। সতীর বিশীর্ণ যোনিমণ্ডল এই নীলপর্ব্বতে পতিত হইয়া প্রস্তরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে এবং এই প্রস্তরময় যোনিতে কামাখ্যাদেবী সর্ব্বদা বিরাজিত রহিয়াছেন। যে মনুষ্য এই

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

কামাখ্যাদর্শনক্রমঃ।

কালিকাপুরাণে।

উর্ব্বশ্যাং বিধিবৎ স্নাত্বা স্পৃষ্ট্বা পাণ্ডুশিলাং তথা।
নীলকূটং সমারুহ্য পুনর্যোনৌ ন জায়তে॥

বিধিপূর্ব্বক উর্ব্বশীকুণ্ডে স্নান করিয়া, পাণ্ডুশিলা স্পর্শ পূর্ব্বক নীলাচল পর্ব্বত আরোহণ করিলে, ধরাতলে আর পুনরায় দেহ ধারণ করিতে হয় না।

উর্ব্বশী-কুণ্ডনির্ণয়ঃ।

কালিকাপুরাণে।

দক্ষিণে ভস্মকূটস্য দেবী পীযূষধারিণী।
উর্ব্বশী নাম বিখ্যাতা শক্রপ্রীতিকরী সদা॥
দেবৈর্যং স্থাপিতং পূর্ব্বমমৃতং ভোজনায় বৈ।
কামাখ্যায়াস্তদাদায় স্বয়ং তিষ্ঠতি চোর্ব্বশী॥
শিলারূপো হরস্তান্তু সমাবৃত্যৈব তিষ্ঠতি॥
সা চৈবামৃতরাশিন্তু কৃত্বা কিঞ্চন কিঞ্চন।
উপস্থাপয়তে নিত্যং কামাখ্যা যোনিমণ্ডলে॥

ভস্মকূটের দক্ষিণে উর্ব্বশী নামে বিখ্যাতা, সর্ব্বদা ইন্দ্রের প্রীতিকারিণী, পীযূষধারিণী দেবী আছেন। পূর্ব্বে দেবতারা ভোজনের জন্য যে অমৃত

জন্মজন্মার্জ্জিতং পাপং জ্ঞানেনাজ্ঞানতঃ কৃতম্।
তন্মে হরতু গৌরীশ স্পর্শনাদ্ বৃষভধ্বজ ॥
শিবলিঙ্গং মহাপুণ্যং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্।
যঃ স্পৃশেদপি পাণিভ্যাং ন স পাপেন লিপ্যতে ॥

অনুজ্ঞা-মন্ত্রঃ।

উমানন্দ নমস্তেঽস্তু পার্ব্বতী-প্রীতিবর্দ্ধন।
নির্ব্বিঘ্না যাতু মে সিদ্ধির্যুষ্মৎপূজা কৃতা চ মে ॥
জগন্নাথপ্রসাদেন শ্রীমৎকামেশ্বরীং শিবাম্।
অর্চ্চয়াম্যদ্য দেবেশ আজ্ঞয়া পরমেশ্বর ॥

ব্রহ্মকুণ্ডঃ।

পাণ্ডুনাথস্যোত্তরস্যাং ব্রহ্মকুণ্ডাহ্বয়ং সরঃ।
ব্রহ্মণা নির্ম্মিতং পূর্ব্বং স্নানার্থং স্বর্গবাসিনাম্ ॥

পূর্ব্বাকালে ব্রহ্মা স্বর্গবাসী দেবতাদের স্নানের জন্য পাণ্ডুনাথের উত্তরে ব্রহ্মকুণ্ড নামে এই কুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

তস্য বায়ব্যভাগে তু ধনুর্দ্বাদশকং সরঃ।
ব্রহ্মকুণ্ডমিতিখ্যাতং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্ ॥
কিংজপ্যৈঃ কিংতপোভিশ্চ কিংদানৈঃ কিংশ্রুতৈরপি
ব্রহ্মকুণ্ডে নরঃ স্নাত্বা সিদ্ধিং বিন্দতি তৎক্ষণাৎ ॥
ঈশ্বরানুজ্ঞয়া পূর্ব্বং সৃষ্টং তদ্ ব্রহ্মণা পুরা ;
সেবার্থঞ্চ সমায়ান্তি তীর্থং তদ্ দেবমানবাঃ ॥

ঋষয়ঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বাস্তীর্থানি চ সরাংসি চ।
মাহাত্ম্যমতুলং তস্য ব্রহ্মকুণ্ডস্য সুন্দরি ॥

পাণ্ডুনাথের বায়ুকোণে বারধনু পরিমিত ব্রহ্মকুণ্ড নামে সর্ব্বপাপ বিনাশকারী তীর্থ বিরাজিত আছে। জপে, তপে ও বেদপাঠে যে ফল, মানব ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিলে সেই ফল লাভ করে। ঈশ্বরের অনুজ্ঞায় পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা এই কুণ্ড সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এখানে দেবতা, ঋষি, সিদ্ধ ও গন্ধর্ব্ব সেবার জন্য আসিয়া থাকেন। সমস্ত তীর্থ ও সমস্ত কুণ্ড এই তীর্থে বিরাজিত। হে সুন্দরি! এই কুণ্ডের মাহাত্ম্য অতুলনীয়।

কালিকাপুরাণে।

আয়ামেন শতং ব্যামং বিস্তীর্ণত্বে তদর্দ্ধকম্।
সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং দেবীলোকাৎ সমাগতম্ ॥

এই ব্রহ্মকুণ্ড দৈর্ঘ্যে একশত ব্যামপরিমিত এবং বিস্তারে তাহার অর্দ্ধেক। এই সর্ব্বপাপহরণকারী কুণ্ড দেবীলোক হইতে সমাগত। অধুনা ব্রহ্মপুত্র-গর্ভে)।

স্নান-মন্ত্রঃ।

কমণ্ডলু-সমুদ্ভূত-ব্রহ্মকুণ্ডামৃতোদ্ভব।
হর মে সর্ব্বপাপানি পুণ্যং স্বর্গঞ্চ সাধয় ॥

সঙ্কল্পঃ।

বিষ্ণুরিত্যাদি বিষ্ণুসাযুজ্য-প্রাপ্তিকামো
ব্রহ্মসরো-জলে স্নানমহং করিষ্যে ॥

অনুজ্ঞামন্ত্রঃ।

নীলাচল গিরিশ্রেষ্ঠ শিখরং তব কামদম্।
আরুহ্য দ্রক্ষ্যে কামাখ্যাং যোনিমুদ্রাং জগন্ময়ীম্॥
নীলশৈল মহাবাহো ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদ।
আরোহয়ামি শিখরং পাপং হর প্রসীদ মে॥
নীলশৈল গিরিশ্রেষ্ঠ ত্রিমূর্ত্তিরূপধারক।
তবাহং শরণং যাতঃ পাদস্পর্শং ক্ষমস্ব মে॥

দ্বারফলম্।

যোগিনীতন্ত্রে।

পূর্ব্বস্থশ্চ গৃহস্থশ্চ আরোহেন্নীলপর্ব্বতম্।
পূর্ব্বদ্বারি যদাগচ্ছেৎ প্রাপ্নুয়াদ্‌বিপুলং ধনম্॥
উত্তরে মুক্তিকামস্তু রাজ্যকামস্তু পশ্চিমে।
যদা দক্ষিণমার্গেণ আরোহেন্নীলকূটকম্॥
হতরাজ্যো ভবেদ্‌রাজা অন্যেষাং জায়তে ক্ষয়ঃ।
ঐশান্যে তু তদা গচ্ছেদ্‌বিপুলাং শ্রিয়মাপ্নুয়াৎ।
বায়ব্যে চাগ্নিনৈঋর্তে মহাভয়ঙ্করং ভবেৎ॥

গৃহস্থ ব্যক্তি পূর্ব্বদ্বার দিয়া নীলপর্ব্বত আরোহণ করিবে। পূর্ব্বদ্বা
যে ব্যক্তি আরোহণ করে, তাহার ধনলাভ হয়। উত্তরে মুক্তিলা
এবং পশ্চিমে রাজ্যলাভ হয়; যদি কেহ দক্ষিণ দ্বার দিয়া পর্ব্বতারোহ
করে, তবে রাজা হইলে রাজ্যভ্রষ্ট হয় ও অন্যলোকের মৃত্যু হয়। ঈশা

ত্রিবিক্রম-কথনম্।

যোগিনীতন্ত্রে।

তস্য পূর্ব্বে নবধনুঃ সংস্থিতশ্চ ত্রিবিক্রমঃ।
তং প্রণম্য নরো ভক্ত্যা সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ॥

বৃহদ্গণেশের নয় ধনু পূর্ব্বে ত্রিবিক্রম নামে ভগবান্ বিষ্ণু অবস্থিত আছেন। মানব ভক্তিযুক্ত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলে, সকল কামনাই প্রাপ্ত হয়।

হনূমৎ-কথনম্।

যোগিনীতন্ত্রে।

ততো গচ্ছেদ্ধনূমন্তমিষুক্ষেপত্রয়ান্তরে।
গিরিরূপং মহাকায়ং প্রণিপত্য প্রপূজয়েৎ॥

ত্রিবিক্রমের তিন ধনু অন্তরে গিরিরূপ মহাকায় হনূমান অবস্থিত আছেন। তাঁহাকে প্রণাম পূর্ব্বক যথোপচারে পূজা করিবে।

কালিকাপুরাণে।

যোঽসৌ নন্দী মম তনুঃ স তু পাষাণরূপধৃক্।
সংস্থিতঃ পশ্চিমদ্বারি হনূমান্ পীঠনামতঃ॥

আমার মূর্ত্ত্যন্তর নন্দী পাষাণরূপে পশ্চিম দ্বারে হনূমান নামে প্রসিদ্ধ হইয়া অবস্থিত আছেন।

প্রণাম-মন্ত্রঃ।

হনূমতে নমস্তেঽস্তু শিব শান্ত নমস্কৃত।
দংষ্ট্রাকরাল-বদন প্রসীদ ভববন্ধনাৎ॥
হনূমন্তং মহাকায়ং সিদ্ধগন্ধর্ব্ব-সেবিতম্।
নমস্তেঽহং সদা শান্তং বরদং শিবরূপিণম্॥

সৌভাগ্যকুণ্ড-কথনম্।

যোগিনীতন্ত্রে।

তস্যৈশে পঞ্চকধনু র্ধনুরেকপ্রমাণতঃ।
চত্বারিংশদ্ধস্তমানং সৌভাগ্যং নাম বৈ সরঃ॥
ক্রীড়া-পুষ্করিণী সা হি কামাখ্যায়াঃ সুরেশ্বরি।
শক্রেণোৎপাদিতং কুণ্ডং সহ দেবৈর্মহেশ্বরি॥
তস্য পশ্চিমদিগ্ ভাগে স্নাত্বা তত্র চ মুণ্ডনম্।
কৃত্বা সম্যগ্বিধানেন উপবাসং সমাচরেৎ॥

হনূমানের ঈশানে পাঁচ ধনু অন্তরে এক ধনু প্রস্থ এবং চল্লিশ হস্ত দৈর্ঘ্য-পরিমিত যে পুষ্করিণী, হে সুরেশ্বরি! তাহারই নাম কামখ্যার ক্রীড়া-পুষ্করিণী সৌভাগ্য-কুণ্ড। এই কুণ্ড দেবতাদের সহিত দেবরাজ ইন্দ্র স্বয়ং নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই কুণ্ডের পশ্চিম তীরে বিধিপূর্ব্বক স্নান ও মুণ্ডন করিবে এবং তীর্থে উপবাসও করিবে।

সৌভাগ্য-মধ্যে ষট্ কুণ্ড-নির্ণয়ঃ।

যোগিনীতন্ত্রে।

ঐশান্যে তস্য কুণ্ডস্য লৌহিত্যং নাম বৈ সরঃ।
ধ্রুবেণ স্নাত্বা দেবেশি মুচ্যতে ভববন্ধনাৎ॥
অগ্নৌ কুণ্ডং কালহস্তং যামলং নাম বৈ সরঃ।
তত্র স্নাত্বা চ তোয়েন রূপবান্ জায়তে ভুবি॥
নৈঋর্তে পঞ্চকং হস্তং সৌভাগ্যে পরমেশ্বরি।
গঙ্গাসরো বিজানীয়াৎ স্নাত্বা বিষ্ণুপুরং ব্রজেৎ॥
কোলস্যান্তর্গতং কুণ্ডং সৌভাগং পরিকীর্ত্তিতম্।
গোধিকাকার-রূপেণ রুক্ষরক্তশিলা চ যা॥
অনন্তাখ্যং বিজানীয়াৎ সর্ব্বতীর্থোদ্ভবং জলম্।
অনন্তপশ্চিমে পার্শ্বে পূর্ব্বে কৃষ্ণশিলা চ যা॥

তীর্থস্থানে দান করা বিশেষ ফলপ্রদ। যাহার যেমন শক্তি সে সেই-রূপ দান করিবে। শাস্ত্রে আছে—"দানং বিত্তানুসারতঃ॥" সমর্থ ব্যক্তি অশ্বাদি বাহন, গৃহ, বিলক্ষণ শয্যা, স্বর্ণ বা রৌপ্যনির্ম্মিত জিনিষ যে কোন রকমের নিজের বা পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্তে দান করিতে পারেন। দানের প্রত্যেক জিনিষ আধার ও আচ্ছাদন সহ উৎসর্গ করিতে হয়। ধেনু অথবা অন্য কোন জিনিষ অপ্রাপ্য হইলে তন্মূল্য দান করিতে পারা যায়। দানের জিনিষগুলি ব্যবহার যোগ্য হওয়া চাই, নতুবা সেই দানে ফল লাভ হয় না। শাস্ত্রের তেমন উদ্দেশ্য নহে, যে দানের জিনিষগুলি ভাস্তোদ্দীপক হউক। ধনী ও দরিদ্রের পক্ষে দান সামগ্রী কখনও সমান মূল্যে হইতে পারে না; সেইজন্য যাহারা বিশেষ বিভবশালী, তাহারা অশ্বাদি বিশেষ দান করিবে, যাহারা সাধারণ তাহারা সাধারণ মতে ষাড়শ দান করিবে, তাহাতেও যাহারা অসমর্থ তাহারা দ্বাদশ দান, দশদান, ছয়দান, চারিদান পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে করিবে। যাহার যেমন শক্তি সে সেই মতে দান না করিলে ফলভাগী হইতে পারে না। শাস্ত্রে উক্ত আছে,—

মণিকাঞ্চনরত্নানি যথাবিভবমাত্মনঃ।
সম্ভবে সতি যো মোহাৎ ন দদাতি নরাধমঃ।
পচ্যতে নরকে ঘোরে যাবদাহূতসংপ্লবঃ॥

ধেনুদান।

সবৎসা ধেনুদান অনন্ত-ফলপ্রদ বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। যথাশক্তি মতে রত্নালঙ্কার, ঘণ্টা, মালা ও পুষ্প দ্বারা শোভিত গাভীর মুখে ঘৃত দিয়া শৃঙ্গ সুবর্ণময় এবং খুর চারিটি রৌপ্যময় করিয়া পট্ট বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন পূর্ব্বক ধেনু দান করিবে। বশিষ্ঠের মতে গোদানের দক্ষিণা

মানব ধৌতবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক সংযত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া স্তুতি, প্রণা
ও প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক দেবীর মন্দিরে প্রবেশ করিবে।

প্রদক্ষিণ-মন্ত্রঃ।

যানি যানীহ পাপানি জন্মান্তরকৃতানি চ।
তানি তানি বিনশ্যন্তি প্রদক্ষিণপদে পদে॥

এই মন্ত্রে প্রদক্ষিণ করিয়া দেবীমন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক প্রথমতঃ স্থাপিত কামাখ্যার প্রতিমূর্ত্তি ও কামেশ্বর শিব দর্শন করিয়া যোনিমণ্ডল সমীপে গমন করিবে।

প্রণাম-মন্ত্রঃ।

কামাখ্যাং কামসম্পন্নাং কামেশ্বরীং হরপ্রিয়াম্।
কামনাং দেহি মে নিত্যং কামেশ্বরি নমোঽস্তু তে॥

অপরঞ্চ।

কামাখ্যে বরদে দেবি নীলপর্ব্বতবাসিনি।
ত্বং দেবি জগতাং মাতর্যোনিমুদ্রে নমোঽস্তু তে॥
(ত্বং দেবি ত্রিজগন্মাতা ইত্যপি পাঠঃ)

স্পর্শ-মন্ত্রঃ।

মনোভবগুহামধ্যে রক্তপাষাণরূপিণী।
তস্যাঃ স্পর্শনমাত্রেণ পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥

ব্রহ্মবিষ্ণুহরাশ্চাত্র দিক্‌পালাঃ সর্ব্ব এব হি।
অন্যেঽপ্যত্র স্থিতা দেবাঃ সানুকূলাঃ সদা ময়ি।
উপাসিতুং তদা দেবীং কামাখ্যাং কামরূপিণীম্॥

প্রস্তরময় যোনিমণ্ডলে আমি শিলারূপ লিঙ্গত্ব প্রাপ্ত হইলে, দেবতারাও সকলে শিলাত্ব প্রাপ্ত হইয়া পর্ব্বতরূপ ধারণ করিলেন। যেমন আমি শিলারূপী হইয়াও নিজরূপেই কামাখ্যাদেবীর সহিত সর্ব্বদা ক্রীড়া করি, সেইরূপ অপর দেবতারাও শিলারূপে আচ্ছন্ন হইয়া শৈলে শৈলে অবস্থিত থাকিয়া নিত্য নির্জ্জনে সঙ্গত হইয়া নিজ নিজ রূপ ধারণপূর্ব্বক ক্রীড়া করিয়া থাকেন। ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র সমুদয় দিক্‌পালগণ এবং অন্যান্য দেবতাগণ সর্ব্বদা আমার অনুকূল হইয়া কামরূপিণী মহামায়া কামাখ্যাদেবীর উপাসনার নিমিত্ত এই স্থানে বাস করেন।

দেবীভাগবতে।

তত্রত্যদেবতাঃ সর্ব্বাঃ পর্ব্বতাত্মকতাং গতাঃ।
পর্ব্বতেষু বসন্ত্যেব মহত্যো দেবতা অপি॥

তথায় (নীলাচলে) দেবতা সকল পর্ব্বতে মিশিয়া গিয়াছেন এবং আপনার মাহাত্ম্যে নীলাচল পর্ব্বতে বাস করিতেছেন।

যোনিমণ্ডল-নিরূপণম্।

কালিকাপুরাণে।

নীলশৈলস্ত্রিকোণস্তু মধ্যনিম্নঃ সদাশিবঃ।
তন্মধ্যে মণ্ডলং চারু ত্রিংশচ্ছক্তিসমন্বিতম্॥

আপাতালাদ্‌হ্রদং দেবি প্রোচ্ছলোজ্জ্বলমণ্ডলম্।
তজ্জলং পরমেশানি ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকম্॥
ঐশ্বরং তজ্জলং দেবি কারণার্ণবসংজ্ঞকম্।
বহু কিং কথ্যতে দেবি তজ্জলং পরমামৃতম্॥
শঙ্কিতেনৈব কথিতমত্র জানীহি সুন্দরি।
কাঙ্ক্ষন্তি সততং দেবি তজ্জলং সচরাচরম্॥
তজ্জলস্পর্শমাত্রেণ তদ্‌হ্রদস্পর্শনেন চ।
তৎক্ষণান্মানবো দেবি দেবো ভবতি নিশ্চিতম্॥

এই পীঠে যে ব্যক্তি যে কাজ করে, তাহা অনন্তফলপ্রদ হয়। হে পরমেশানি! সেই চারিহাত পীঠের মধ্যে দ্বাদশাঙ্গুল-পরিমিত স্থানে আপাতাল হ্রদ হইতে যে জল উঠিতেছে, তাহাই শ্রেষ্ঠ। হে পরমেশানি! সেই আপাতাল হ্রদের জল ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মক, ঈশ্বরাত্মক ও কারণার্ণব বলিয়া জানিবে। হে দেবি! অধিক আর কি বলিব, ঐ জল পরমামৃত; হে দেবি! আমি শঙ্কিত হইয়া বলিলাম না, কিন্তু অন্যভাব করিবে না। হে দেবি! ঐ জল অখিল ব্রহ্মাণ্ডে সকলেই ইচ্ছা করে। সেই হ্রদস্থ জল স্পর্শ করিলে মনুষ্য তৎক্ষণাৎ পুণ্যপাপ হইতে মুক্ত হয় এবং জীবন্মুক্ত হইয়া পরকালে দেবত্ব লাভ করে।

পুণ্যপাপবিনির্ম্মুক্তো জীবন্মুক্তো ভবেদ্‌ধ্রুবম্।
তদ্‌হ্রদে পূজয়েদ্ যো হি তজ্জলেন মহেশ্বরি॥
জিহ্বাকোটিসহস্রৈস্তু বক্ত্রকোটিশতৈরপি।
বর্ণয়িতুং ন শক্নোমি তৎফলং গিরিনন্দিনি॥

মনোভবগুহাবহ্নৌ দেবীশিখরমুন্নতম্।
তন্মহোগ্রমিতি খ্যাতং পীঠং পরমদুর্লভম্॥
সিদ্ধকালী ব্রহ্মরূপা দেবতা ভুবনেশ্বরী।
নিবসেৎ তত্র যা কালী ঘোরদৈত্যবিনাশিনী॥
তৎপীঠোপরি সংবিশ্য দশধা চ জপেন্মনুম্।
তদা মন্ত্রবিশুদ্ধিঃ স্যাৎ তদ্দেহেন শিবো ভবেৎ॥

ব্যক্ত হইতে গুপ্ত পুণ্যতর, এই গুপ্ত পীঠ পরম দুর্লভ; এই গুপ্তপীঠ কুলদ্বয়বিশারদ সাধকেরাই লাভ করিয়া থাকেন। মনোভবগুহারূপ অনলে দেবীর নীলাচল পর্ব্বত সততই সমুন্নত রহিয়াছে, সেই জন্য এই পরমদুর্লভ পীঠ মহোগ্রনামে বিখ্যাত। তথায় ঘোরদৈত্য-বিনাশিনী ব্রহ্ম স্বরূপিণী সিদ্ধকালী ও দেবী ভুবনেশ্বরী বিদ্যমান আছেন। এই পীঠে মানব দশবার জপ করিলে মন্ত্রবিশুদ্ধি হয় ও সেই দেহের সহিত শিবত্ব প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ জীবদ্দশায় শিবত্ব লাভ করিয়া থাকে।

ব্রহ্ম প্রতি কাল্যাশ্বাসবাক্যম্।

যোগিনীতন্ত্রে।

ভো ব্রহ্মন্ শৃণু বৎসৈতদ্বচনং মে শুভোদয়ম্।
কেশিদৈত্যবধার্থায় যত্র মে পূজনং কৃতম্॥
যুবাভ্যাং তত্র পশ্যধ্বং জাতং মে যোনিমণ্ডলম্॥
মম তেজঃসমুদ্ভূতং জানীহি যোনিমণ্ডলম্॥

হে মহাদেবি! যে পীঠ অর্চ্চনা করিলে অনুত্তমা সিদ্ধি লাভ হয়, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। পীঠের মধ্যে কামরূপ শ্রেষ্ঠপীঠ ও মহাফল প্রদান কারী; হে মহেশ্বরি! যে কেহ তথায় যাইয়া একবার পূজা করে, আমি সর্ব্বপীঠ পরিত্যাগ করিয়া তাহার দেহে বাস করি। ইহা অপেক্ষা কামাখ্যা-যোনি-মণ্ডলে পূজা করিলে শতগুণ ফললাভ হয়। কামাখ্যা-যোনিমণ্ডলের পূজাফল বলিবার কি শক্তি আছে? তথায় গুণবিশিষ্টা অর্দ্ধকোটি যোগিনীর সহিত মহামায়া আদ্যাদেবী বাস করেন। ব্রহ্মা যে পীঠটি গুপ্ত রাখিয়াছিলেন, সেই সর্ব্বসুখাবহ পীঠ তোমার নিকট বলিলাম।

এষু স্থানেষু দেবেশি যদি দৈবাদ্ গতির্ভবেৎ।
জপপূজাদিকং কৃত্বা নত্বা গচ্ছেদ্ যথাসুখম্॥

যদি কেহ কখনও ঘটনাক্রমে এই সকল স্থানে উপস্থিত হন, তিনি বিধানে মতে জপ-পূজাদি সমাপন করিয়া অভীষ্ট স্থানে গমন করিবেন।

যদ্ যোনিমণ্ডলে স্নাত্বা সকৃৎ পীত্বা চ মানবঃ।
নেহোৎপত্তিমবাপ্নোতি পরং নির্ব্বাণমাপ্নুয়াৎ॥

যে ব্যক্তি যোনিমণ্ডলের জল পান ও সেই জলে স্নান করেন; তাঁহার আর পুনর্ব্বার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না ও তিনি পরম নির্ব্বাণপদপ্রাপ্ত হন।

কামাখ্যাতন্ত্রে।

শ্রীশিবউবাচ—

শৃণু দেবি মুদা ভদ্রে মদীয়প্রাণবল্লভে।
যোনিরূপা মহাবিদ্যা কামাখ্যা বরদায়িনী॥

কালীসহস্রান্তর্গত শ্যামারহস্যে।

"আত্মযোনি ব্রহ্মযোনি জগযোনিরযোনিজা তিনিই আত্মযোনি, ব্রহ্মযোনি, জগৎযোনি আবার অযোনিজা। অর্থাৎ তিনিই বিশ্বপ্রসবিনী, ব্রহ্মময়ী।

নিরুত্তরতন্ত্রে।

ভগং ভগবতী জ্ঞেয়া দক্ষিণা ত্রিগুণেশ্বরী।
চরাচরমিদং সর্ব্বং ভগরূপং কুলেশ্বরি॥
মহত্ত্বাদীনি সর্ব্বাণি ত্রিবিধং পরিকথ্যতে।
হকারার্দ্ধকলা সূক্ষ্মা যোনিমধ্যস্বরূপিণী॥
যোনিশ্চ দক্ষিণা কালী ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মিকা।
ত্রিকোণে চ ত্রয়ো দেবাঃ শিববিষ্ণুপিতামহাঃ॥
যোনিমধ্যে বসেদ্দেবী কালিকা কুলসুন্দরী।
জ্যোতীরূপা মহাকালী শুক্ররূপা প্রপঞ্চসু॥

ত্রিগুণেশ্বরী ভগবতী দক্ষিণাকেও যোনিরূপা জানিবে; হে কুলেশ্বরি! সমস্ত চরাচর যোনিরূপ। মহত্ত্বাদি সমস্তই ত্রিবিধ। হকারার্দ্ধ কলাধারা সূক্ষ্মরূপা যোনিরূপা, ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মিকা দক্ষিণকালী যোনিরূপা যোনি মধ্যেই অবস্থান করেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব তিনজনেই তিনকোণে অবস্থিত। মহাকালী জ্যোতিরূপা, আবার মায়াতে তিনিই শুক্ররূপা।

শুক্রতো জায়তে বিশ্বঃ শিবশক্তিপ্রভেদতঃ।
সগুণা সুরগর্ভে চ মহাকালনিরূপিণী

তত্র গত্বা ভগবতীং সম্পূজ্যাথ বিধানতঃ।
রাজ্যং সম্প্রার্থয়ামাসুঃ পাণ্ডবা ধর্ম্মতৎপরাঃ॥
শত্রূণাং নিধনঞ্চাপি সংগ্রামেঽতিসুদারুণে।
সামাত্যানাং সুদুষ্টানাং কুরূণাং পাপচেতসাম্॥
তথা প্রার্থয়তাং তেষাং পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্।
প্রত্যক্ষং সা ভগবতী সমভ্যেত্যেদমব্রবীৎ॥
ধর্ম্মপুত্র মহাপ্রাজ্ঞ কুরূণাং কীর্ত্তিবর্দ্ধন।
প্রতিজ্ঞাং ত্বং সমুত্তীর্য্য হত্বা সর্ব্বান্ দুরাত্মনঃ॥
একং হি ভারতীযুদ্ধে ক্ষত্রিয়েষু হতেষুবৈ।
ভূয়ঃ প্রাপ্স্যসি রাজ্যঞ্চ মৎপ্রসাদাদশংশয়ম্॥

মহাদেব বলিতেছেন, হে মুনিসত্তম, পূর্ব্বে দেবাধিদেব শম্ভু যথায় তপস্যা করিয়াছিলেন, তথায় মহাত্মা পাণ্ডবগণ প্রত্যক্ষ ফলদায়িনী ভগবতী কামাখ্যা দেবীর যোনিমণ্ডল দর্শনার্থ বহুকাল বনবাসের পর তথায় আগমন করিলেন। ধর্ম্মতৎপর পাণ্ডবেরা যোনিমণ্ডল সমীপে আগমন করতঃ স্থির চিত্তে ভক্তি-পূর্ব্বক দুষ্টবুদ্ধি কুরুকুলের সামাত্য রাজা বিনাশ পূর্ব্বক যুদ্ধে জয়ী হইয়া রাজ্য-প্রাপ্তি সংকল্প করিয়া দেবীর অর্চ্চনা করিলেন, ভগবতীও তাহাদের পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া স্বয়ং আবির্ভূতা হইয়া বলিলেন, হে কুরুকুলের কীর্ত্তিবর্দ্ধন মহা-প্রাজ্ঞ ধর্ম্মপুত্র, তুমি প্রতিজ্ঞা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া শত্রু বিনাশ পূর্ব্বক আবার রাজ্য লাভ করিবে।

যত্র যত্র তদঙ্গানি পেতুঃ পৃথ্ব্যাং পৃথক্ পৃথক্।
তে তে দেশা মহাপুণ্যাঃ সদা দেবাহ্যধিষ্ঠিতাঃ॥

তর্পণ পূর্ব্বক ভগবতীর অর্চ্চনা করিয়া পুরশ্চরণ করিলে নিশ্চয় মন্ত্রসিদ্ধি হয়। যেমন ভবসুন্দরী ভবানী তিনিই কেবল একাপূজ্যা; পত্রমধ্যে যেমন তুলসী ও শোভন বিল্বপত্র পূজ্যতম; মায়াবীজ মধ্যে যেমন বিষ্ণুই পূজ্য; তেমন তীর্থের মধ্যে কেবল যোনিপীঠই শ্রেষ্ঠ। কামাখ্যাই পরম তীর্থ, কামাখ্যা পরম তপস্যা, কামাখ্যা পরম ধর্ম্ম, কেবল শ্রীশ্রীকামাখ্যা দ্বারাই পরমগতি লাভ হইয়া থাকে।

জলপানমন্ত্রঃ।

শুকাদীনাঞ্চ যজ্জ্ঞানং যমাদিপরিশোধিতম্।
তদেব দ্রবরূপেণ কামাখ্যা-যোনিমণ্ডলে॥

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া জল পান করিবে।

ইতি কামাখ্যা-মাহাত্ম্যে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

ধ্যানম্।

কালিকাপুরাণে।

রবিশশিযুতকর্ণা কুঙ্কুমাপীতবর্ণা,
মণিকনকবিচিত্রা লোলজিহ্বা ত্রিনেত্রা।
অভয়বরদহস্তা সাক্ষসূত্রপ্রহস্তা,
প্রণতসুরনরেশা সিদ্ধকামেশ্বরী সা॥
অরুণ-কমলসংস্থা রক্তপদ্মাসনস্থা,
নবতরুণশরীরা মুক্তকেশী সুহারা।
শবহৃদি পৃথুতুঙ্গা স্বাঙ্ঘ্রিযুগ্মা মনোজ্ঞা,
শিশুরবিসমবস্ত্রা সর্ব্বকামেশ্বরী সা॥
বিপুলবিভবদাত্রী স্মেরবক্ত্রা সুকেশী,
দলিতকরকদন্তা সামিচন্দ্রাবনম্রা
মনসিজ-দৃশদিস্থা যোনিমুদ্রালসন্তী,
পবনগগনসক্তা সংশ্রুতস্থানভাগা॥
চিন্ত্যা চৈবং দীপ্যদগ্নিপ্রকাশা,
ধর্ম্মার্থাদ্যৈঃ সাধকৈর্ব্বাঞ্ছিতার্থৈঃ॥

এই ধ্যান করিয়া শক্তি অনুসারে যথোপচারে পূজা করিবে।

সরক্তবিন্দুপাতীচ তির্য্যক্‌যোনৌ প্রজায়তে ।
অনুমন্তা বিশসিতা নিহন্তা ক্রয়বিক্রয়ী ।
সংস্কর্ত্তা চোপভোক্তা চ ভোক্তা চাষ্টৌ চ তে সতি ॥

অনিয়ম পূর্ব্বক যে ব্যক্তি নিজের বিলাস-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য প্রাণিবধ করে, সে ব্যক্তি পশুর গায়ে যত রোম থাকে, তত যুগ নরকে বাস করে। যে ব্যক্তি রক্তপাত করে, যত বিন্দু রক্ত পৃথিবীতে পতিত হয়, সে ব্যক্তিও মনুষ্য ভিন্ন অন্য যোনিতে তত যুগ বাস করে এবং অনুমতি দান কারী, বিশসিতা, ভোক্তা, হননকারী, খবিদকারী, বিক্রয়ী, সংস্কার কর্ত্তা ও উপভোক্তা এই আটজনেও অন্যযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বলির পর হোম, চণ্ডীপাঠ ও জপাদি কার্য্য করা বিধেয়।

কামাখ্যাস্তোত্রম্।

কালিকাপুরাণ-যোগিনীতন্ত্রয়োঃ।

জয় কামেশি চামুণ্ডে জয় ভূতাপহারিণি।
জয় সর্ব্বগতে দেবি কামেশ্বরি নমোঽস্তু তে ॥
বিশ্বমূর্ত্তে শুভে শুদ্ধে বিরূপাক্ষি ত্রিলোচনে।
ভীমরূপে শিবে বিদ্যে কামেশ্বরি নমোঽস্তু তে ॥
মালাজয়ে জয়ে জন্তে ভূতাক্ষি ক্ষুভিতেঽক্ষয়ে।
মহামায়ে মহেশানি কামেশ্বরি নমোঽস্তু তে ॥
ভীমাক্ষি ভাষণে দেবি সর্ব্বভূত-ক্ষয়ঙ্করি।
করালি বিকরালি চ কামেশ্বরি নমোঽস্তু তে ॥

সিতাসিতে রক্তপিশঙ্গবিগ্রহে
রূপাণি যস্যাঃ প্রতিভান্তি তানি।
বিকাররূপা চ বিকল্পিতানি
শুভাশুভানামপি তাং নমামি ॥
কামরূপসমুদ্ভূতে কামপীঠাবতংসকে ॥
বিশ্বাধারে মহামায়ে কামেশ্বরি নমোঽস্তু তে ॥
অব্যক্তবিগ্রহে শান্তে সন্ততে কামরূপিণি।
কালগম্যে পরে শান্তে কামেশ্বরি নমোঽস্তু তে ॥
যা সুষুম্নান্তরালস্থা চিন্ত্যতে জ্যোতীরূপিণি।
প্রণতোঽস্মি পরাং বীরাং কামেশ্বরি নমোঽস্তু তে ॥
দংষ্ট্রাকরালবদনে মুণ্ডমালোপশোভিতে।
সর্ব্বতঃ সর্ব্বগে দেবি কামেশ্বরি নমোঽস্তু তে ॥
চামুণ্ডে চ মহাকালি কালি কপাল-হারিণি।
পাশহস্তে দণ্ডহস্তে কামেশ্বরি নমোঽস্তু তে ॥
চামুণ্ডে কুলমালাস্যে তীক্ষ্ণদংষ্ট্রে মহাবলে।
শবযানস্থিতে দেবি কামেশ্বরি নমোঽস্তু তে ॥

ইতি যোগিনীতন্ত্রে কামাখ্যাস্তোত্রম্।

ইতি কামাখ্যা-মাহাত্ম্যে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

পুরস্ত্রীগণের সহিত সাদরে অমরের ন্যায় ক্রীড়া করতঃ সর্ব্বদা যক্ষ রক্ষ ও পিশাচদিগের নেতা হইয়া সকল প্রকার অভিলষিত বস্তু লাভ করিয়া দ্বিজ-রাজের সাদৃশ্য লাভ করে।

যোগিনী-তন্ত্রে।

কামাখ্যায়াং মহামায়াং যঃ পূজয়তি মানবঃ।
সর্ব্বকামমিহ প্রাপ্য পরলোকে শিবো ভবেৎ॥
নহি তৎসদৃশং কার্য্যমন্যত্র ভুবি বিদ্যতে।
বাঞ্ছিতার্থং নরো লব্ধা চিরায়ু র্ভবতি ধ্রুবম্॥

কামাখ্যা মহামায়াকে যে ব্যক্তি কামাখ্যা পর্ব্বতে যাইয়া পূজা করে, সে ইহলোকে সর্ব্বকামনা লাভ করে এবং পরকালে শিবত্ব প্রাপ্ত হয়। ইহার সদৃশ পৃথিবীতে অন্য কোন কার্য্য নাই, ইহকালে বাঞ্ছিতার্থ লাভ করিয়া দীর্ঘায়ু হইয়া থাকে।

বিষ্ণুরুবাচ।

কামাখ্যায়াশ্চ মাহাত্ম্যং সর্ব্ববেদার্থসম্মতম্।
ব্রহ্মত্বং ব্রহ্মণা প্রাপ্তং বিষ্ণুত্বঞ্চ ময়া পুনঃ॥
শিবত্বঞ্চ শিবেনৈব কামাখ্যায়াঃ প্রসাদতঃ।
তস্মাদ্‌যোনিং পূজয়স্ব যত্নাৎ সর্ব্বাত্মভিস্ত্বমূম্।
যদা তে সুমুখী মাতা তদা তে সর্ব্বসম্পদঃ॥
যদা তে বিমুখী মাতা তদা তে হ্যশুভং ধ্রুবম্।
ইতি জ্ঞাত্বা পূজয়স্ব বিশেষেণ বদামি কিম্॥

এই কামাখ্যা দেবীর মাহাত্ম্য সর্ব্ববেদার্থ সম্মত; এই কামাখ্যা দেবীর প্রসাদে ব্রহ্মা ব্রহ্মত্ব, বিষ্ণু বিষ্ণুত্ব, শিবও শিবত্ব লাভ করিয়াছেন

মার্গমাণোঽথ তান্ সর্ব্বান্ দেবান্ দেবগুরুস্তদা।
বৃহস্পতির্ম্মাং হিমবত্যাসদৎ সানুসংস্থিম্॥
সমাসাদ্য স দেবানাং বৃত্তান্তং দেবপূজিতঃ।
পৃষ্টবান্ সাদরং সম্যক্ স্তুত্বা নত্বা যথাবিধি॥

পিতামহ ব্রহ্মা বিষ্ণুকে উদ্ধার করিতে না পারিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং নিজে দেবীর মায়ায় আবদ্ধ হইয়া বিষ্ণুর ন্যায় সাগরতলে পতিত হইয়া রহিলেন। এদিকে ইন্দ্রাদি দেবগণ ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর অনুসন্ধান করিতে করিতে গভীর সাগরতলে আসিয়া তাঁহাদিগকে বদ্ধাবস্থায় পতিত দেখিতে পাইলেন এবং উদ্ধার করিতে অনেক চেষ্টা করিলেন। কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না; পরন্তু ব্রহ্মার ন্যায় সকলে দেবীর মায়ায় আবদ্ধ হইয়া রহিলেন। দেবগুরু বৃহস্পতি স্বর্গপুর দেবতা শূন্য দেখিয়া অনুসন্ধান করিতে করিতে কোথাও দেবগণকে খুঁজিয়া না পাইয়া শেষে হিমালয় প্রদেশে যোগিরাজ দেবাদিদেব মহাদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া যথাবিধি স্তুতি ও প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

গুরুরুবাচ।

মহাদেব জগদ্ধাম জগৎপ্রশমকারণ।
শক্রাদীন্ মার্গমাণোঽহং দেবাংস্ত্বাং সমুপস্থিতঃ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ ন ব্রহ্মসদনে নাপি নাকতঃ।
সংস্থিতৌ নাপি কুত্রাপি জ্ঞায়েতে হ্যন্যদা যথা॥
তন্মিমং সংশয়ং দেব চ্ছিন্ধি ত্বং দেব দেবতাঃ।
অনুযাস্যামি তান্ সর্ব্বানুপদেশাৎ তব প্রভো॥
তেষাং স্থিতিং ত্বং কথয় যদি তে বর্ত্ততে দয়া।

হে জগদ্ধাম! হে জগতের কারণ মহাদেব! আমি ইন্দ্রাদি দেবতা-

ধৃতঃ করেণ চোদ্ধর্ত্তুং গরুড়াগতিবারণে।
তত্র মাং সা মহামায়া কামাখ্যা কামরূপিণী ॥
যোগনিদ্রা স্বয়ং ধৃত্বা চিক্ষেপাম্বুধিপুষ্করে।
ততোঽহং তলমাসাদ্য তোয়রাশেঃ সবাহনঃ ॥
পতিতো নিবসাম্যত্র চিরমন্ধকসূদন।
নিবসামি চিরং চাহমত্র সাগরতোয়কে ॥
নাদ্যাপি সা মহামায়া মুদতে মাং মহেশ্বর।
মদর্থমাগতা দেবা ব্রহ্মেন্দ্রাদ্যাঃ সমন্ততঃ ॥
তেঽপি বদ্ধা মহাদেব্যা মায়াপাশেন বৈ হঠাৎ।
তস্মান্মো হন্তুগৃহ্লীষ্ব নয়েদানীং শিবালয়ে ॥
তাঞ্চ প্রসাদয়িষ্যামঃ সম্যগ্ বন্ধবিহিংসয়া।

ভগবান্ বলিলেন—আমি গরুড়ে আরোহণ করিয়া নীল পর্ব্বতের শৃঙ্গের উপর দিয়া শূন্যমার্গে যাইতেছিলাম, এমন সময়ে হঠাৎ গরুড়ের গতি রোধ হইল, ইহা দেখিয়া দুই হস্তদ্বারা মহাগিরি নীল পর্ব্বতকে জড়াইয়া ধরিয়া উত্তোলন করিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। তখন যোগনিদ্রা মহামায়া কামরূপিণী কামাখ্যা আমাকে মায়াপাশে বদ্ধ করিয়া গরুড়সহ সাগরগর্ভে ফেলিয়া দিলেন। হে অন্ধকসূদন! তৎপরে আমি বাহনসহ এই সমুদ্রতলে পতিতাবস্থায় অনেক কাল বাস করিতেছি। হে মহাদেব! আমি কতকাল এই অবস্থায় বাস করিতেছি, কিন্তু অদ্যাপি সেই মহামায়া আমাকে অনুগ্রহ করিতেছেন না। আমার অনুসরণকারী ব্রহ্মাদি দেবগণও সেই মহামায়ার মায়াদ্বারা অবদ্ধ হইয়া আছেন। অতএব আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক সকলকে মুক্ত করুন; এবং মুক্ত

শারদা কর্ণযুগলং ত্রিপুরা বদনং তথা।
কণ্ঠে পাতু মহামায়া হৃদি কাশ্মেরী পুনঃ॥
কামাখ্যা জঠরে পাতু শারদা পাতু নাভিতঃ।
ত্রিপুরা পার্শ্বয়োঃ পাতু মহামায়া তু মেহনে।
গুদে কামেশ্বরী পাতু কামাখ্যারূদ্বয়ে তু মাম্।
জানুনোঃ শারদা পাতু ত্রিপুরা পাতু জঙ্ঘয়োঃ॥
মহামায়া পাদযুগে নিত্যং রক্ষতু কামদা।
কেশে কোটেশ্বরী পাতু নাসায়াং পাতু দীর্ঘিকা॥
ভৈরবী দন্তসঙ্ঘাতে মাতঙ্গ্যবতু চাঙ্গয়োঃ।
বাহ্বোর্ম্মাং ললিতা পাতু পাণ্যোস্তু বনবাসিনী॥
বিন্ধ্যবাসিন্যঙ্গুলীষু শ্রীকামা নখকোটিষু।
রোমকূপেষু সর্ব্বেষু গুপ্তকামা সদাবতু॥
পাদাঙ্গুলি-পার্ষ্ণিভাগে পাতু মাং ভুবনেশ্বরী।
জিহ্বায়াং পাতু মাং সেতুঃ কঃ কণ্ঠাভ্যন্তরেঽবতু॥
পাতু নশ্চান্তরে বক্ষঃ ইঃ পাতু জঠরান্তরে।
সামিন্দুঃ পাতু মাং বস্তৌ বিন্দুর্বিবন্ধ্বন্তরে ঽবতু।
ককার স্ত্বচি মাং পাতু রকারো ঽস্থিষু সর্ব্বদা।
লকারঃ সর্ব্বনাড়িষু ঈকারঃ সর্ব্বসন্ধিষু॥
চন্দ্রঃ স্নায়ুষু মাং পাতু বিন্দুর্মজ্জাসু সন্ততম্।
পূর্ব্বস্যাং দিশি চাগ্নেয্যাং দক্ষিণে নৈঋর্তে তথা॥
বারুণে চৈব বায়ব্যাং কৌবেরে হরমন্দিরে।
সকারোঽন্তাস্তু বৈষ্ণব্যা অষ্টৌ বর্ণাস্তু মন্ত্রগাঃ॥

যথেষ্টবিনিয়োগেন তামাসাদ্য সুখী ভব ॥
কামাখ্যায়াশ্চ মাহাত্ম্যং কিমন্যৎ কথয়ামি তে ।
যদ্‌যোনিমণ্ডলে স্নাত্বা সকৃত্তৎ পীত্বাচ মানবঃ ।
নেহোৎপত্তিমবাপ্নোতি পরং নির্ব্বাণমাপ্নুয়াৎ ॥

পরে অন্যান্য দেবগণও তৎক্ষণাৎ নীল পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া মহামুদ্রার জলে স্নান ও ঐ জল পান করিয়া অত্যন্ত প্রীতিসহকারে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া যোনিমণ্ডলে দেবীর স্তুতি করিতে করিতে স্বর্গে গমন করিলেন। তৎপরে দেবগুরু বৃহস্পতি আমার স্তব করিয়া আমার আজ্ঞাক্রমে হর্ষোৎফুল্লমনে স্বর্গে গমন করিলেন। হে ভৈরব! কামাখ্যা দেবীর মাহাত্ম্য এইরূপ। দেবীর কবচও কথিত হইল, এক্ষণে এই কবচ যথেচ্ছ ধারণ করিয়া তোমরা সুখী হও। কামাখ্যা দেবীর মাহাত্ম্য তোমার নিকট অধিক আর কি বলিব, যে মানব একবার মাত্র কামাখ্যা যোনিমণ্ডলের জলে স্নান ও ঐ জল পান করে, তাহার আর পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না,—সে একেবারে নির্ব্বাণ-পদ প্রাপ্ত হয়।

ইতি কামাখ্যা-মাহাত্ম্যে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

কামাখ্যা তু মহামায়া মূলমূর্ত্তিঃ প্রগীয়তে।
পীঠে ভিন্নাহ্বয়া সাতু মহামায়া প্রগীয়তে॥

পূর্ব্বে কথিত শৈলপুত্রাদি কামাখ্যার চতুর্দ্দিকে অবস্থিত রহিয়াছে, হে ভৈরব! তাহাদের নাম বলিতেছি শ্রবণ কর। ছিন্নমস্তা, বগলা, বিন্ধ্যবাসিনী, ধূমাবতী, দুর্গাকুণ্ড,কালিকা ও ভুবনেশ্বরী। ইহারা আপনার যোগিনীগণের সহিত এই অষ্টদেবতা পীঠদেবতা নামে খ্যাত। এই সকলের অঙ্গ ও রূপ বলিতেছি শ্রবণ কর, ইহারা সকলেই এক কার্য্যের জন্য ভিন্ন হইয়াছেন; তন্মধ্যে কামাখ্যাই মূল, পীঠভেদে নাম বিভিন্ন হইয়াছে।

পূজাফলম্।

কালিকাপুরাণে

এতাঃ সর্ব্বাস্তু যোগিন্যঃ কামাখ্যাবৎ ফলপ্রদাঃ।
প্রত্যেকং যোগিনীর্যস্তু পূজয়েন্নরসত্তমঃ।
স সর্ব্বযজ্ঞস্য ফলং প্রাপ্নোতি নরসত্তমঃ॥

এই সকল যোগিনীগণ কামাখ্যার তুল্য ফলপ্রদানকারিণী। যে ব্যক্তি প্রত্যেক যোগিনীকে পূজা করেন, তিনি সম্পূর্ণ যজ্ঞের ফললাভ করেন।

লক্ষ্মী-সরস্বতী-কথনম্।

কালিকাপুরাণে।

লক্ষ্মী সরস্বতী দেবৌ দেব্যাঃ সঙ্গে ব্যবস্থিতে।
ললিতাখ্যা ভবল্লক্ষ্মী র্মাতঙ্গী চ সরস্বতী।

লক্ষ্মী ও সরস্বতী দুইজনে কামাখ্যার সঙ্গে বিরাজমান আছেন,ললিতা নামে লক্ষ্মী ও মাতঙ্গী নামে সরস্বতী। (যথোপচারে পূজা করিবে।)

কামাখ্যা-ত্রিপুরাদীনামন্যেষামপি পূজনম্।
সকৃৎ কৃত্বা পীঠযাত্রাং চেরতুর্ব্বিধিবৎ তদা ॥
এবং তৌ বদ্ধকবচৌ কৃতন্যাসৌ হরাত্মজৌ।
সুপ্রীতা চানুজগ্রাহ মহামায়াথ তৌ তদা ॥

কামাখ্যা ত্রিপুরাদির যোগমার্গে পূজা করিয়া পীঠযাত্রা করিলেন এবং ন্যাস করিয়া কবচ ধারণ করিলে মহামায়া তাঁহাদের উপর সুপ্রসন্না হইলেন।

ধ্যানস্থয়োস্তু জপতোর্যজতোশ্চ জগন্ময়ীম্।
শিবলিঙ্গং বিনির্ভিদ্য তদা প্রত্যক্ষতাং গতা ॥
তস্যাং বিনির্গতায়াং তু শিবলিঙ্গং ত্রিধাভবৎ।
ভৈরবো ভৈরবী চেতি হেরুকশ্চ তথা ত্রয়ঃ ॥
তাং দদর্শ ততোদেবীং বেতালো ভৈরবস্তদা।
যথাধ্যানগতা দৃষ্ট্বাবহিশ্চাপি তথা তথা ॥

তাঁহারা যখন জপ করিতেছিলেন ঐ সময়ে শিবলিঙ্গ ভেদ করিয়া দেবী প্রত্যক্ষ হইলেন। মহামায়া শিবলিঙ্গ ভেদ করিয়া বাহির হওয়ায় শিবলিঙ্গ তিন খণ্ড হয়, তাহার একভাগ ভৈরব, একভাগ ভৈরবী ও একভাগ হেরুক এই তিন ভাগে বিভক্ত হইলেন। বেতাল ভৈরব ধ্যানেতে যে প্রকার ভাবনা করিয়াছিলেন, বাহিরে দেবীর রূপও তাহাই দেখিলেন।

তাং দৃষ্ট্বা চারুসর্ব্বাঙ্গীং পীনোন্নতপয়োধরাম্।
বরদাভয়হস্তাঞ্চ সিতসূত্রাসিধারিণীম্ ॥
রক্তপদ্মপ্রতীকাশাং সিতপ্রেতাসনস্থিতাম্।
নিমীল্য নয়নদ্বন্দ্বং তদা বেতাল-ভৈরবৌ ॥

করিব—এই বর প্রার্থনা করি ; অন্য বর আর প্রার্থনা করি না। বেতাল ভৈরব এইরূপ বলিলে ভগবতী সন্তুষ্টা হইয়া তাহাই হইবে বলিলেন এবং আপনার স্তনযুগ্ম নত করিয়া ক্ষীরধারা বাহির করিলেন।

ততস্তু নিঃসৃতং ক্ষীরং পায়য়ামাস ভৈরবম্।
বেতালঞ্চ মহারাজ পপতুস্তৌচ তৎ তদা॥
পীত্বা তৌচ তদা ক্ষীরং দেবতং প্রাপ্য শাশ্বতম্।
অজরৌ চামরৌ ভূতৌ মহাতেজস্বিনৌ শুভৌ॥
তস্যাস্তু ক্ষীরমমৃতং তৎ পীত্বা তৌ মহাবলৌ।
পীযূষপানাৎ সঞ্জাতৌ ততস্তৌ প্রাহ বৈষ্ণবী॥
গণানাং দেবদেবস্য ভবতশ্চাধিপৌ যুবাম্।
দ্বাঃস্থৌ চ নিত্যমাসন্নৌ নন্দিবৎ ভবতং সুতৌ॥

ঔর্ব্ব মুনি সাগরের নিকট বলিতেছেন ;—হে মহারাজ! দেবীর স্তন যুগ্ম হইতে বহির্গত ক্ষীরধারাদ্বয়ের একধারা বেতালকে ও অপর ধারা ভৈরবকে পান করাইলেন। বেতাল ভৈরব ক্ষীরধারা পান করিয়া দুই-জনে অজর অমর হইয়া মহাবলশালী হইলেন এবং তখন ভগবতী তাঁহা-দিগকে বলিলেন যে তোমরা গণাধীশ্বর হইয়া নন্দীর মত আমার দ্বারে বাস কর।

যচ্চাঘোরাহ্বয়ং পীঠং কামেশ্বর্য্যাস্তু দক্ষিণে।
পীঠে ভৈরবনাম্না তু গীয়তে পরমার্ষিভিঃ॥
ত্র্যংশঞ্চ দৃশ্যতে তত্র উত্তরাঙ্গং হরং শ্রুতম্।
পশ্চিমাঙ্গং হেরুকঞ্চ বিষ্ণুরূপিণমব্যয়ম্।
ভৈরবী দক্ষিণাংশশ্চ ত্রিপুরেত্যভিধীয়তে॥

কামাখ্যার দক্ষিণে যে অঘোর নামে শিবলিঙ্গ ছিল, তাহাকেই পরমার্ষি-

স্নানমন্ত্রঃ।

ঋণগ্রস্তা নরাঃ সর্ব্বে ত্রিভিঃ কর্ম্ম-নিবন্ধনাৎ।
ঋণত্রয়াম্মাং পাহ্যাশু ঋণমোচন তে নমঃ॥

এই মন্ত্রে স্নান করিবে।

সঙ্কল্পমন্ত্রঃ।

তৎসদিত্যাদি পিতৃদেবমনুষ্যমাতৃঋণ-শোধনকামঃ
ঋণমোচনকুণ্ডে স্নানমিত্যাদি।

এই মন্ত্রে সঙ্কল্প করিবে।

অমৃতকুণ্ড-কথনম্।

কালিকাপুরাণে।

তত্রৈবামৃতকুণ্ডন্তু সুধাসম্প্রপূরিতম্।
মম প্রিয়ার্থমিন্দ্রেণ স্থাপিতং সহ নির্জ্জরৈঃ॥

আমার প্রীতির জন্য ইন্দ্র দেবতাদের সহিত তথায় অমৃত দ্বারা পরিপূর্ণ অমৃত কুণ্ড স্থাপন করিয়াছেন।

যোগিনীতন্ত্রে।

তস্যোত্তরে পার্শ্বদেশ ইষুক্ষেপান্তরে স্থিতঃ।
কুণ্ডামৃতহ্রদো নাম সর্ব্বলোকসুখাবহঃ।
স্নাত্বা মন্ত্রেণ সন্তর্প্য দেব-পিতৃ-যমানপি॥

ঋণমোচনের উত্তরে একধারে এক ধনু অন্তরে সর্ব্বলোকের সুখদায়ক অমৃতকুণ্ড নামে হ্রদ আছে, তথায় মন্ত্রদ্বারা স্নান করিয়া দেব, পিতৃ ও যমাদির তর্পণ করিবে।

এই মন্ত্রে প্রণাম করিবে এবং যথোপচারে পূজা করিবে।

ছিন্নমস্তা-কথনম্।

কালিকাপুরাণে।

তস্যাসন্নে শৈলপুত্রী গুপ্তকামহ্বয়া তথা।
গুপ্তকুণ্ডস্য মধ্যস্থা কামেশগ্রাবণি সঙ্গতা॥
কামেশ্বরশিলাসক্তা কামাখ্যাসংজ্ঞিতা সদা।
পূর্ব্বভাগেন সংসক্তা যোনেস্তু পরমার্গতঃ॥

কামেশ্বরের নিকটে শৈলপুত্রী নামে গুপ্ত কামাখ্যা গুপ্তকুণ্ডের মধ্যে কামেশ্বর শিলায় অবস্থিত এবং তথা হইতে কামেশ্বর পূর্ব্বদিকে কামাখ্যার অবয়বীভূত শিলা সর্ব্বদা সংযুক্ত এবং ইহার অপরভাগে যোনিমণ্ডল সংসক্ত।

যোগিনীতন্ত্রে।

কামেশ্বরস্য দক্ষে তু গুপ্তদুর্গা ব্যবস্থিতা।
বাগ্‌ভবেন তু সা পূজ্যা গুপ্তপাপক্ষয়ো ভবেৎ॥

কামেশ্বরের দক্ষিণ ভাগে গুপ্তদুর্গা অবস্থিত; তাঁহাকে বাগ্‌ভব বীজ দ্বারা পূজা করিলে গুপ্তপাপ বিনাশ হয়।

প্রণাম-মন্ত্রঃ।

গুপ্তদুর্গে মহাভাগে গুপ্তপাপপ্রণাশিনি।
সপ্তজন্মার্জ্জিতাৎ পাপাৎ ত্রাহি মাং শরণাগতম্॥

গবাক্ষে।

নমস্তে গুপ্তকামাখ্যে তুভ্যং ত্রৈলোক্যপূজিতে।
প্রযচ্ছ বিবিধাং সিদ্ধিং নিত্যং দেবি শিবপ্রিয়ে॥

এই মন্ত্রে প্রণাম করিবে ও যথোপচারে পূজা করিবে।

নমস্ত্বপ্রতিরূপায় বিরূপায় শিবায় চ।
সূর্য্যায় সূর্য্যপতয়ে সিদ্ধিনাথায় বৈ নমঃ॥

এই স্তোত্র পাঠ করিবে।

প্রণাম-মন্ত্রঃ।

সিদ্ধেশ্বর নমস্তেঽস্তু সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদায়ক।
তবাহং শরণং যাতঃ সিদ্ধেশ্বর নমোঽস্তু তে।

এই মন্ত্রে প্রণাম করিবে ও যথোপচারে পূজা করিবে।

গয়াক্ষেত্র-কথনম্।

কালিকাপুরাণে।

তস্যাসন্নং গয়াক্ষেত্রং ক্ষেত্রং বারাণসী তথা।
যোনিমণ্ডলসঙ্কাশং কুণ্ডং ভূত্বা ব্যবস্থিতম্॥
তত্রৈবামৃতকুণ্ডন্তু সুধাসঞ্জ্ঞপ্রপূরিতম্।
মম প্রিয়ার্থমিন্দ্রেণ স্থাপিতং সহ নির্জ্জরৈঃ॥

সিদ্ধেশ্বরের নিকটে গয়াক্ষেত্র ও বারাণসীক্ষেত্র কুণ্ডরূপে যোনিমণ্ডলের ন্যায় হইয়া আছে, অর্থাৎ ত্রিকোণাকাররূপে অবস্থিত। তথায় আমার প্রীতির জন্য ইন্দ্র দেবতাদের সহিত অমৃতধারা পরিপূর্ণ অমৃত কুণ্ড স্থাপন করিয়াছেন।

যোগিনীতন্ত্রে।

তস্য দেবস্যোত্তরতো নাতিদূরে ব্যবস্থিতঃ।
খর্ব্বশ্বেতা কৃষ্ণবক্ত্রা যা শিলা গোধিকাকৃতিঃ॥
পশ্চিমে তু শিরস্তস্যাঃ পূর্ব্বে পুচ্ছং প্রকীর্ত্তিতম্।
গয়াতীর্থঞ্চ উদরে উত্তরে পরিকীর্ত্তিতঃ॥

চতুর্ব্বাহুপ্রমাণেন শীর্ষে চৈব গয়াশিরঃ।
শীর্ষপার্শ্বে রামগয়া রত্নকুণ্ডন্তু দক্ষিণে॥
পুচ্ছে তু মানসং তীর্থং দক্ষিণে তু মহানদী।
গয়াতীর্থে নরঃ স্নাত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥
কুলকোটিসহস্রাণি কুলকোটিশতানি চ।
উদ্ধৃত্য স নরো যাতি যত্রাস্তি ভগবাঙ্কিবঃ॥
গয়াশিরে পিণ্ডদানাৎ গয়াপুচ্ছে তথোদরে।
ত্রিদিবঞ্চ পিতৃন্নীত্বা কুলঞ্চৈব সমুদ্ধরেৎ॥

সিদ্ধেশ্বরের উত্তরে অল্পদূরে খর্ব্ব, শুক্লবর্ণ, এবং কৃষ্ণবর্ণ মুখবিশিষ্ট যে শিলা গোধিকাকারে অবস্থিত, সেই শিলার পশ্চিমে শির, পূর্ব্বদিকে পুচ্ছ এবং উদরে গয়াতীর্থ বর্ত্তমান থাকিয়া পরিকীর্ত্তিত রহিয়াছে এবং যাহা চারিবাহু প্রমাণ মস্তক আছে, তাহাই গয়াশির। এই শিরের একধারে রামগয়া, দক্ষিণে রত্নকুণ্ড, পুচ্ছে মানসতীর্থ, এবং দক্ষিণে মহানদী। মনুষ্য এই গয়াতীর্থে স্নান করিলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া এককোটি হাজার ও একশতকোটি কুলোদ্ধার করিয়া যেখানে ভগবান্ দেবাদিদেব মহাদেব বিদ্যমান আছেন, তথায় বাস করেন। গয়াশিরে গয়াপুচ্ছে, গয়ার উদরে পিণ্ডদান করিলে বংশ উদ্ধার হয় এবং পিতৃলোক স্বর্গে গমন করে।

গবাক্ষে।

নানা পূজোপচারেণ তস্মিন্ শ্রাদ্ধে কৃতে তথা।
কুলকোটিসহস্রাণি কুলকোটিশতানি চ।
উদ্ধৃত্য স নরো যাতি যত্রাস্তি ভগবাঙ্কিবঃ॥

নানা প্রকার উপচার দ্বারা গয়ায় শ্রাদ্ধ করিলে হাজার কোটি কুল

প্রণাম-মন্ত্রঃ।

নমস্তে সর্ব্বতোভদ্রে মধুকৈটভঘাতিনি।
দুঃখার্ত্তং মাং পরিত্রাহি ত্বং হি দানবঘাতিনি॥

এই মন্ত্রে প্রণাম করিয়া যথোপচারে পূজা করিবে।

ললিতাকান্তা-কথনম্।

যোগিনীতন্ত্রে।

তস্যাঃ পূর্ব্বোত্তরে দেশে ইষুপেক্ষশতাধিকে।
আকাশগঙ্গাচিহ্নে তু যা শিলা সুরদীর্ঘিকা॥
দক্ষিণেন চ তস্যাগ্রং কিঞ্চিদুচ্চে চ সংস্থিতা।
যা খ্যাতা ললিতাকান্তা ব্রহ্মহত্যাপহারিণী॥
অশ্বত্থং নন্দিরূপঞ্চ মূলে কূর্ম্মাকৃতিঃ শিলা।
দৃষ্ট্বা নরশ্চ তং দেবং ন পতত্যেব পাতকে॥

বিন্ধ্যাচলের পূর্ব্বোত্তর ভাগে শত ধনু অন্তরে আকাশগঙ্গা-চিহ্নিতা যে সুরদীর্ঘিকা শিলা বিদ্যমান আছে, তাহার দক্ষিণে অগ্রভাগ কিঞ্চিৎ উচ্চে সংস্থিত। যাহা ব্রহ্মহত্যাহরণকারিণী শিলা ললিতা-কান্তা নামে খ্যাত। তথায় নন্দিরূপধারী অশ্বত্থ বৃক্ষ আছে, তাহার মূলে কূর্ম্মাকৃতি শিলা অবস্থিত, মানবগণ তাঁহাকে দর্শন করিলে, পাতকে পতিত হয় না।

তত্র যোনিগতং লিঙ্গং চতুর্হস্তপ্রমাণতঃ।
তথা প্রদীপিকাকারং কুণ্ডং সর্ব্বাঘনাশনম্॥
তত্র ব্যাসেশ্বরং দেবং দৃষ্ট্বা হরতি পাতকম্।
ব্যাসতীর্থে নরঃ স্নাত্বা ললিতাং যোঽভিপূজয়েৎ।
অশ্বমেধসহস্রস্য তৎ ফলং লভতে মহৎ॥

ব্রহ্মযোনিঃ।

যোগিনীতন্ত্রে।

তস্যাগ্রতো ব্রহ্মযোনিং সংবিশেন্মন্ত্রমুচ্চরন্।
ব্রহ্মযোনিং বিশেদ্ যস্তু পুনর্ন যোনিমাবিশেৎ॥
নিঃসৃতো ব্রহ্মযোন্যাস্তু গণেশং দ্বারি পূজয়েৎ।
শিলোচ্চয়ং মহাকায়ং মন্ত্রেণানেন সাধকঃ॥

তাঁহার আগে মন্ত্রপাঠ করিতে করিতে ব্রহ্মযোনি প্রবেশ করিতে হয়। ব্রহ্মযোনিতে প্রবেশ করিলে পুনর্ব্বার যোনিতে গমন করিতে হয় না। প্রবেশ করিবার সময় পূর্ব্বে শিলায় অবস্থিত গণেশকে পূজা করিবে।

প্রণাম-মন্ত্রঃ।

নমো লম্বোদরশ্রেষ্ঠ দেবানামিষ্টদায়ক।
সাক্ষীনস্ত্বং প্রভো দেব ন মে স্যাদ্ যোনিসঙ্কটম্॥

এই মন্ত্রে প্রণাম করিবে।

মুক্তিমার্গঃ।

যোগিনীতন্ত্রে।

ততো গচ্ছেৎ মুক্তিমার্গং শক্তস্যাভিমুখং প্রতি।
বামদক্ষিণপার্শ্বে দ্বে দ্বে যুগে কৃত্যসম্ভবে॥
ঊর্দ্ধে কৃতযুগঞ্চৈব পাদে ত্রেতা চ দ্বাপরম্।
কলিবক্ত্রে স্থিতং দেবং গুপ্তাখ্যং ভুবনেশ্বরম্।
তং প্রণম্য নরোভক্ত্যা প্রাপ্নুয়াদৈশ্বরং পদম্॥

এই মন্ত্রদ্বয়ের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে সূর্য্যদেবতাকে এবং পরোক্ত মন্ত্রে চন্দ্র দেবতার নিকট যাইয়া প্রণাম করিবে।

অন্তর্গৃহকথনম্।

যোগিনীতন্ত্রে।

সিদ্ধেশ্বরং কোটিলিঙ্গং হেরুকং মুক্তিমণ্ডপম্।
জ্ঞেয়ং বারাণসীক্ষেত্রং দেব্যাহ্যন্তর্গৃহং স্মৃতম্॥
অন্তর্গৃহে মৃতা যে চ যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্।
অদ্যাপি দৃশ্যতে জন্তুর্দ্দক্ষিণশ্রবণং প্রিয়ে॥
পততে নাত্র সন্দেহো জ্ঞানদাতা সদাশিবঃ।
তস্মাৎ দক্ষিণকর্ণেন ভূমৌ পততি বৈ শিরঃ॥

সিদ্ধেশ্বর হইতে কোটিলিঙ্গ ও হেরুক হইতে মুক্তিমণ্ডপ পর্য্যন্ত এতন্মধ্যবর্ত্তী স্থানকে দেবীর অন্তর্গৃহ বলে, ইহা বারাণসীর তুল্য। যে ব্যক্তি অন্তর্গৃহে প্রাণত্যাগ করে, সে সনাতন ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়। অদ্য পর্য্যন্ত তথায় প্রাণী সকল প্রাণ পরিত্যাগ করিবার সময় দক্ষিণ কর্ণ উচ্চ দিকে রক্ষা করিয়া অর্থাৎ বাম পার্শ্বে শয়ন করে, মরণানন্তর অমনি শির ভূমিতে পড়িয়া যায়।

শ্রীকালী বলিতেছেন—হে বৎস বিষ্ণো! আমি এক্ষণে কুমারীরূপ ধারণ করিয়া কোলানগরে গমনপূর্ব্বক সেই অসুরকুলবর্ব্বর কোলাসুরকে সবান্ধবে নিহত করিব।

ঈশ্বর উবাচ।

এবং শ্রুত্বা কালীবাণীং ব্রহ্মবিষ্ণ্বাদয়ঃ সুরাঃ।
আনন্দজলধৌ মগ্নাঃ শিখিবন্ননৃতুর্ঘনাৎ॥
অতঃ কালী করালাস্যা দ্বিজবালাস্বরূপতঃ।
গত্বা কোলাপুরং দেবি কোলাসুর সমীপতঃ।
তমযাচত ভক্ষ্যং সা কুমারী দৈত্যপুঙ্গবম্॥

ঈশ্বর বলিতেছেন—ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ মহাকালীর এইরূপ আশ্বাসবাক্য শ্রবণ করিয়া আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়া ময়ূরের ন্যায় নৃত্য করিতে লাগিলেন। তদনন্তর মহাকালী ব্রাহ্মণের কুমারীরূপ ধারণ করিয়া কোলাপুরে কোলাসুর-সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ ভক্ষদ্রব্য ভিক্ষা করিলেন।

কাল্যুবাচ।

মাতৃতাতবিহীনাহং সহায়পরিবর্জ্জিতা।
ক্ষুধিতাহং মহারাজ ভোজ্যং মহ্যং প্রদীয়তাম্॥

কালী বলিতেছেন—হে মহারাজ! আমি জনক-জননী-বিহীনা, নিঃসহায়া এবং ক্ষুধাতুরা, আমাকে খাদ্যদ্রব্য প্রদান করুন।

ঈশ্বর উবাচ।

ততঃ কোলাসুরো দেবি মায়য়া পরিমোহিতঃ।
দয়য়া তাং করে ধৃত্বা বিবেশান্তঃপুরে স্বয়ম্॥

উবাচ ভোজ্যং দাস্যামি তুভ্যং যত্তু স্বমীপ্সিতম্।
অত্রোপবিশ বালে ত্বং আসনে মণিরঞ্জিতে ॥
ইত্যুক্ত্বাসৌ দদৌ ভোজ্যং নানাবিধমনেকশঃ।
ভুক্ত্বা সা সকলং দেবী পুনর্দ্দেহীত্যুবাদিনী ॥
পুনর্দ্দদৌ বহুতরং তচ্চাপি বুভুজে স্বয়ম্।
নাহং তৃপ্তা বদন্তীং তাং কোলোবাচ তদাসুরঃ ॥

ঈশ্বর বলিতেছেন—হে দেবি! তাহার পর কোলাসুর মায়ায় মোহিত হইয়া কৃপা প্রদর্শনপূর্ব্বক সেই কুমারীর হস্তধারণ করিয়া নিজ অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন এবং বলিলেন—হে বালিকে! তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই আমি তোমাকে প্রদান করিব; এক্ষণে তুমি এই মণিরঞ্জিত আসনে উপবেশন কর। এই কথা বলিয়া বহুপরিমাণ নানাপ্রকার খাদ্যদ্রব্য দান করিলেন। দেবী তৎক্ষণাৎ সেই সমস্ত দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া বলিলেন যে, আরও দেও; কোলাসুর পুনরায় অনেক পরিমাণ দিলেন; তাহাও ভক্ষণ করিয়া বলিলেন যে, ইহাতে আমার তৃপ্তি হইল না। কোলাসুর কুমারীর এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন—

যথা তৃপ্তির্ভবেদ্‌বালে তাবচ্চ তত্তথা কুরু।
ইত্যুদীরিতমাকর্ণ্য কালী বালাস্বরূপিণী ॥
ক্ষণেন বুভুজে কালী কোলাসুরং মহাবলম্ ॥
কালরুদ্রো যথা কালে ক্ষণাদ্ যুগত্রয়ং নয়েৎ।
তথা কোলাপুরং শূন্যং কৃতং কাল্যা ক্ষণাচ্ছিবে ॥

হে বালে! যাহার দ্বারা তোমার ক্ষুধার তৃপ্তি হয়, তাহাই কর।

যোগিনীতন্ত্রে।

ব্রাহ্মণৈ ভুজ্যতে যত্র তত্র ভুঙ্‌ক্তে হরিঃ স্বয়ম্।
তত্র ব্রহ্মা চ রুদ্রশ্চ খেচরা ঋষয়ো মুনিঃ॥
পিতরো দেবতাঃ সর্ব্বে ভুঞ্জতে নাত্র সংশয়ঃ।
সর্ব্বদেবময়ো বিপ্রস্তস্মাত্তং নাবমানয়॥
ব্রাহ্মণঞ্চ কুমারীঞ্চ শক্তিমগ্নিং শ্রুতিঞ্চ গাম্।
নিত্যমিচ্ছন্তি তে দেবা যজিতুং কর্ম্মভূমিষু॥
পূজিতৈকা কুমারী চেদ্ দ্বিতীয়ং পূজনন্তবেৎ।
কুমারীপূজনফলং ময়া বক্তুং ন শক্যতে॥
একা চেদ্ যুবতী দেবী পূজিতা সাত্মলোকিতা।
সর্ব্বা এব পরা দেব্যঃ পূজিতাঃ স্যুর্ন সংশয়ঃ॥

যেখানে ব্রাহ্মণ ভোজন করেন, স্বয়ং হরি তথায় ভোজন করিয়া থাকেন এবং তথায় ব্রহ্মা, রুদ্র, খেচর, ঋষি, মুনি ও পিতৃগণ সকলেই ভোজন করেন, সন্দেহ নাই। অতএব হে দেবি! ব্রাহ্মণ সর্ব্বদেবময়, সেই কারণে কখনও ব্রাহ্মণের অবমাননা করিবে না। দেবতারাও নিরন্তর কামনা করিয়া থাকেন যে, কর্ম্মক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ, কুমারী, শক্তি, অগ্নি, শ্রুতি এবং গো এই সকলের পূজা নিত্যই প্রবর্ত্তিত হউক। একটিমাত্র কুমারী পূজা করিলে তাহার দ্বিতীয় কুমারী পূজা হয়। কুমারীপূজার ফল আমি বর্ণন করিতে অক্ষম। যদি একটি যুবতীর (সধবা) অর্চ্চনা করা যায়, তাহাতেই দেবীগণ প্রপূজিতা হইয়া থাকেন, সন্দেহ নাই।

কুমার্য্যৈ চৈব যদ্দত্তং যথা শক্ত্যৈ মহেশ্বরি।
ন নশ্যতে কদাচিত্তৎ কল্পকোটিশতায়ুতৈঃ॥

নয় বৎসর বয়স্কা পর্য্যন্ত কুমারীই সাধকের অভীষ্টসিদ্ধিদাত্রী হইয়া থাকেন।

যামলতন্ত্রে।

দ্বিতীয়বৎসরাদূর্দ্ধং যাবৎ স্যাদষ্টমান্দকম্।
তাবৎ জপ্ত্বা পূজয়িত্বা কন্যাং সুন্দরমোহিনীম্।
দিব্যভাবস্থিতঃ সাক্ষাৎ তন্ত্রমন্ত্রফলং লভেৎ॥

দুই বৎসর হইতে আট বৎসর পর্য্যন্ত কুমারীকে জপ ও পূজাদি করিবে। দিব্য ভাবে ঐ কুমারীকে পূজাদি করিলে সাক্ষাৎ তন্ত্রমন্ত্রের ফললাভ হয়।

বিশ্বসারতন্ত্রে।

অষ্টবর্ষা তু সা কন্যা ভবেদ্ গৌরী বরাননে।
নববর্ষা রোহিণী সা দশবর্ষা তু কন্যকা।
তত ঊর্দ্ধং মহামায়ে ভবেৎ সৈব রজস্বলা॥

আট বৎসর-বয়স্কা কুমারীকে গৌরী, নয় বৎসর-বয়স্কা কুমারীকে রোহিণী, দশ বৎসরের কন্যাকে কন্যকা বলে। দশ বৎসরের ঊর্দ্ধ বয়স্কা হইলে—রজস্বলা প্রোক্ত হইয়াছে।

অথ কুমারীপূজাপ্রয়োগঃ।

তত্র বস্ত্রালঙ্কারযুক্তাং সুন্দরীং কুমারীমাসনে উপবেশ্য স্বস্তিবাচনাদি কৃত্বা সামান্যার্ঘ্যং সংস্থাপ্য গণেশাদি পঞ্চদেবতা আদিত্যাদিনবগ্রহান ইন্দ্রাদিদশদিক্‌পালান্ পীঠাধিষ্ঠাত্রীকানাখ্যাঃ এবং শ্রীগুরুং সংপূজ্য সঙ্কল্পং কুর্য্যাৎ, ততঃ আসনশুদ্ধ্যাদিকঞ্চ কৃত্বা ক্রীঁ ইতি মন্ত্রেণ কুমার্য্যৈ জলং দত্ত্বা করাঙ্গন্যাসৌ কৃত্বা ধ্যায়েৎ।

কুমারী স্তোত্রম্।

জগৎপূজ্যে জগদ্বন্দ্যে সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণি।
পূজাং গৃহাণ কৌমারি জগন্মাতর্নমোঽস্তু তে॥
ত্রিপুরাং ত্রিপুরাধারাং ত্রিবর্ষাং জ্ঞানরূপিণীম্।
ত্রৈলোক্যবন্দিতাং দেবীং ত্রিমূর্ত্তিং পূজয়াম্যহম্॥
কালাত্মিকাং কালাতীতাং কারুণ্যহৃদয়াং শিবাম্
কল্যাণজননীং দেবীং কল্যাণীং পূজয়াম্যহম্॥
অণিমাদিগুণাধারামকারাদ্যক্ষরাত্মিকাম্।
অনন্তশক্তিকালক্ষ্মীং রোহিণীং পূজয়াম্যহম্॥
কামচারীং শুভাং কান্তাং কালচক্রস্বরূপিণীম্।
পূজয়ামি সদা দেবীং চণ্ডিকাং চণ্ডবিক্রমাম্॥
চণ্ডবীরাং চণ্ডমায়াং চণ্ডমুণ্ডপ্রভঞ্জনাম্।
পূজয়ামি সদা দেবীং চণ্ডিকাং চণ্ডবিক্রমাম্॥
সদানন্দকরীং শান্তাং সর্ব্বদেবনমস্কৃতাম্।
সর্ব্বভূতাত্মিকাং লক্ষ্মীং শাম্ভবীং পূজয়াম্যহম্॥
দুর্গমে দুস্তরে কার্য্যে ভবদুঃখবিনাশিনীম্।
পূজয়ামি সদা ভক্ত্যা দুর্গাং দুর্গতিনাশিনীম্॥
সুন্দরীং সর্ব্ববর্ণাভাং সুখসৌভাগ্যদায়িনীম্।
সুভদ্রাজননীং দেবীং সুভদ্রাং পূজয়াম্যহম্॥

সর্ব্বত্র জয়মাপ্নোতি স হি স্যাদ্ধরবল্লভঃ।
বাচামীশো ভবেৎ ক্ষিপ্রং কামরূপী ভবেন্নরঃ॥
পশুরেব মহাবীরো দিব্যো ভবতি নিশ্চিতম্।
সর্ব্ববিদ্যাঃ প্রসীদন্তি তুষ্টাঃ সর্ব্বদিগীশ্বরাঃ॥
বহ্নিঃ শীতলতাং যাতি জলস্তম্ভং স কারয়েৎ।
ধনবান্ পুত্রবান্ রাজা ইহলোকে ভবেন্নরঃ॥
পরিচরতি বৈকুণ্ঠে কৈলাশে শিবসন্নিধৌ।
মুক্তিরেব মহাদেব যো নিত্যং সর্ব্বদা পঠেৎ।
মহাবিদ্যা-পদাম্ভোজং স হি পশ্যতি নিশ্চিতম্॥

—০—

শৃণু নাথ প্রবক্ষ্যামি কুমারীতর্পণাদিকম্।
যাসাং তর্পণমাত্রেণ কুলসিদ্ধির্ভবেদ্ধ্রুবম্॥
কুলবালাং মূলপদ্মস্থিতাং কামবিহারিণীম্।
শতধা মূলমন্ত্রেণ তর্পয়ামি তব প্রিয়ে॥
মূলপঙ্কজযোগাঙ্গীং কুমারীং শ্রীসরস্বতীম্।
তর্পয়ামি কুলদ্রব্যৈ স্তব সন্তোষহেতুনা॥
চারুমূলাধারপদ্মে ষড়্দলান্তঃ প্রকাশিনীম্।
শ্রীবীজেন তর্পয়ামি ভোগমোক্ষায় কেবলম্॥
স্বাধিষ্ঠানকুলোল্লাস-বিষ্ণুসঙ্কেতগামিনীম্।
কালিকাং নিজবীজেন তর্পয়ামি কুলামৃতৈঃ॥

স্বাধিষ্ঠানাখ্যপদ্মস্থাং মহাতেজোময়ীং শিবাম্।
সূর্য্যাণাং শীর্ষমধুনা তর্পয়ামি কুলেশ্বরীম্॥
মণিপূজাব্জমধ্যেষু মনোহরকলেবরাম্।
উমাদেবীং তর্পয়ামি মায়াবীজেন পার্ব্বতীম্॥
মণিপূরাম্ভোজমধ্যে ত্রৈলোক্যপরিপূজিতাম্।
মানিনাং মলচিত্তস্থ সদ্‌বুদ্ধি স্তর্পয়াম্যহম্॥
মণিপূরস্থিতাং রৌদ্রীং পরমানন্দবর্দ্ধিনীম্।
আকাশগামিনীং দেবীং কুব্জিকাং তর্পয়াম্যহম্॥
তর্পয়ামি মহাদেবীং তর্পয়ামি কুলেশ্বরীম্।
মহাকৌলপ্রিয়াং সিদ্ধাং রুদ্রলোকসুখপ্রদাম্॥
রুদ্রাণীং রুদ্রকিরণাং তর্পয়ামি মধুপ্রিয়াম্।
ষোড়শস্বরসংসিদ্ধিং মহারৌরবনাশিনীম্॥
মহামদ্যপানচিত্তাং ভৈরবীং তর্পয়াম্যহম্।
ত্রৈলোক্যবরদাং দেবীং শ্রীবীজমলয়াবৃতাম্॥
মহালক্ষ্মীং ভবৈশ্বর্য্যং তর্পয়াম্যহমম্বিকে।
লোকানাং হিতকর্ত্রীঞ্চ হিতাহিতজনপ্রিয়াম্॥
তর্পয়ামি রমাবীজং পীঠাদ্যাং পীঠনায়িকাম্।
জয়ন্তীং বেদ-বেদাঙ্গ-মাতরং সূর্য্যমাতরম্॥
তর্পয়ামি কুলানন্দপারগাং পরমাননাম্।
তর্পয়াম্যম্বিকাং দেবীং মায়ালক্ষ্মী-হৃদিস্থিতাম্॥

সর্ব্বাঙ্গমম্বিকাদেবী পাতু মন্ত্রার্থগামিনী।
কেশাগ্রং কমলাদেবী নাসাগ্রং নরমোহিনী॥
চিবুকং চণ্ডিকাদেবী কুমারী পাতু মে সদা।
হৃদয়ং ললিতাদেবী পৃষ্ঠং পর্ব্বতবাসিনী॥
ত্রিশক্তিঃ ষোড়শী দেবী লিঙ্গং গুহ্যং সদাবতু।
শ্মশানে চাম্বিকাদেবী গঙ্গাগর্ভে চ ভৈরবী॥
শূন্যাগারে পঞ্চমুদ্রা মন্ত্রযন্ত্রপ্রকাশিনী।
চতুষ্পথে সদা পাতু মামেব বজ্রধারিণী॥
শবাসনগতা চণ্ডা মুণ্ডমালা বিভূষিতা।
পাতু মামেব লিঙ্গে চ ঈশ্বরী শক্তিরূপিণী॥
বনে পাতু মহাবালা মহারণ্যে রণপ্রিয়া।
মহাজলে তড়াগে চ শত্রুমধ্যে সরস্বতী॥
স্তুত্বা কুমারীং কবচং যঃ পঠেদেকভাবতঃ।
তস্য সিদ্ধি র্ভবেৎ ক্ষিপ্রং রাজরাজেশ্বরো ভবেৎ॥
বাঞ্ছাফলমবাপ্নোতি যদ্ যন্মনসি বর্ত্ততে।
ভূর্জ্জপত্রে লিখিত্বা যঃ কবচং ধারয়েদ্ যদি॥
শনিমঙ্গলবারে চ নবম্যামষ্টমীদিনে।
চতুর্দ্দশ্যাং পৌর্ণমাস্যাং কৃষ্ণাষ্টম্যাং বিশেষতঃ॥
লিখিত্বা ধারয়েদ্বিদ্বান্ উত্তরাভিমুখো ভবন্।
মহাপাতকযুক্তোঽপি মুক্তঃ স্যাৎ সর্ব্বপাতকৈঃ॥
যোষিদ্ বামভুজে ধৃত্বা সর্ব্বকল্যাণমালভেৎ।
বহুপুত্রান্বিতা কান্তা সর্ব্বসম্পত্তিসংযুতা॥

তত্রযোগী মহাদেবো যোগজ্ঞো ধ্যানতৎপরঃ ।
যংদৃষ্ট্বা যোগভাঙ্ মর্ত্ত্যো মৃতো মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ ॥

তাহার পূর্ব্বে ত্রিকোণাকার ভদ্রকাম পর্ব্বত ; তথায় কালহয় নামে শিবলিঙ্গ বিরাজিত আছেন। তাঁহার সন্নিকটে এবং দক্ষিণে অপুনর্ভব কুণ্ড, এই কুণ্ডের তীরে ভদ্রকাম পর্ব্বতে ব্রহ্মস্বরূপিণী শিলা হয়বিম্বা নামে বিখ্যাত। তথায় মহাদেব যোগজ্ঞরূপে ধ্যানে নিমগ্ন, যাহাকে দেখিলে যাগজ্ঞ হওয়া যায় ও মৃত্যু হইলে মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়।

তস্যামেব শিলায়াস্তু গোকর্ণে নামা শঙ্করঃ ।
গোকর্ণে নিহতো যেন অন্ধকস্য সখা পুরা ॥
গোকর্ণস্য তথৈশান্যাং কেদারঃ শম্ভুরুত্তমঃ ।
ততোঽনু কমলঃ প্রোক্তঃ কমলাকারভোগধৃক্ ॥
যত্রাস্তি শম্ভুঃ কেদারঃ স গিরির্মদনাহ্বয়ঃ ।
তত্রৈব কমলঃ প্রোক্তঃ স মহাত্মা লয়প্রদঃ ॥
স্নাত্বা পুনর্ভবজলে দৃষ্ট্বা গোকর্ণযোগিনৌ ।
কেদার-কমলৌ দৃষ্ট্বা মুক্তির্ম্মাধবদর্শনে ॥

সেই শিলাতেই গোকর্ণ নামে শিব অবস্থিত, যিনি অন্ধকের সখ গোকর্ণকে বধ করিয়াছিলেন। গোকর্ণের ঈশান কোণে কেদার নাম শিব, তাঁহার পৃষ্ঠভাগে কমলা নামে লক্ষ্মী, তাঁহার ভোগকারী বিষ্ণু তথায় আছেন। যেখানে কেদার নামে শিব আছেন, সেই পর্ব্বতকে মদন পর্ব্বত বলে। অপুনর্ভব কুণ্ডের জলে স্নান করিয়া গোকর্ণ যোগী কেদার কমল এবং মাধব দর্শন করিলে মুক্তি হয়।

দৃষ্ট্বা তু মাধবং দেবং ততঃ কামং বিলোকয়েৎ ।
কামং বিলোক্য তত্রস্থো নিরীক্ষেদপুনর্ভবম্ ॥

দক্ষিণে ক্রান্ত ষড়ানন ও জয়ন্ত জনার্দ্দন অশ্বক্রান্তে অবস্থিত। অশ্বক্রান্তে পরমগতি, পরম যোগ ও পরম মোক্ষ প্রাপ্তি হয়, ইহার সদৃশ তীর্থ আর নাই ; মেরু মন্দরের তুল্য পাপরাশিযুক্ত ব্যক্তিও অশ্বক্রান্তে গমন করিলে সেই পাপ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

অশ্বক্রান্তস্থিতাঃ স্পৃষ্টাঃ পাংশুভির্ব্বায়ুনেরিতৈঃ।
যদি দুষ্কৃতকর্ম্মাণো যাস্যন্তি পরমাং গতিম্ ॥
ন সা গতিঃ কুরুক্ষেত্রে গয়াদ্বারে চ পুষ্করে।
যা গতির্ব্বিহিতা পুংসামশ্বক্রান্তনিবাসিনাম্ ॥
ন দানৈ র্ন তপোভিশ্চ ন যজ্ঞৈর্নাপি বিদ্যয়া।
প্রাপ্যতে গতিরুৎকৃষ্টা অশ্বতীর্থে চ লভ্যতে ॥
সংসর্গাচ্চ ভবেন্মোক্ষ ইতরাসৎপরিগ্রহাৎ।
আগস্ত্যাদপি চাগ্ন্যাদেরিদমেব মহত্তরম্ ॥

অশ্বক্রান্তে যাইতে যাইতে যে ব্যক্তির পথে মৃত্যু হয়, অশ্বক্রান্ত পীঠের ধূলি যদি বায়ুতে আসিয়া তাহার উপরে পড়ে, দুষ্কর্ম্মা হইলেও সে পরম গতিপ্রাপ্ত হয়। অশ্বক্রান্তবাসীর যে গতি কুরুক্ষেত্র, গয়া ও পুষ্করবাসী-দেরও সে গতি হয় না ; দানে, যজ্ঞে, তপে, বিদ্যায় যে গতিপ্রাপ্ত হয় না, অশ্বতীর্থে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট গতিপ্রাপ্তি হয়। আগস্ত্য, অগ্ন্যাদি তীর্থ হইতেও ইহা শ্রেষ্ঠ, এখানে ইতর ও অসৎ পরিগ্রহ হইতে এবং সংসর্গ জনিত পাপ হইতে মোক্ষলাভ করে।

ব্রহ্মঘাত্যপি যো গচ্ছেদশ্বক্রান্তং কদাচন।
অশ্বক্রান্তস্য মাহাত্ম্যাৎ ব্রহ্মহত্যা নিবর্ত্ততে ॥
ন তস্য পুনরাবৃত্তিঃ কদাচিদপি দৃশ্যতে।
উত্তরং দক্ষিণং বাপি অন্যদ্বারং বিচিন্তয়েৎ ॥

দক্ষিণ সাগর হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন। বৈশাখমাসে শুক্লপক্ষে তৃতীয়া তিথিতে যিনি ললিতা নদীতে স্নান করেন, তিনি মহাদেবের নিকট গমন করেন।

ললিতায়াঃ পূর্ব্বতীরে ভগবান্নাম পর্ব্বতঃ।
স্বয়ং বিষ্ণুর্লিঙ্গরূপী তত্রাস্তে ভগবান্ হরিঃ।
ললিতায়াং নরঃ স্নাত্বা দ্বাদশ্যাং শুক্লপক্ষকে।
ভগবন্তং সমারুহ্য যো জপেৎ পরমেশ্বরম্।
স যাতি বিষ্ণুসদনং শরীরেণ বিরাজতা।
এতাঃ পূর্ব্বোদিতা নদ্যঃ সর্ব্বাশ্চৈবোত্তরশ্রবাঃ।
ক্রমাৎ তু দক্ষিণং যান্তি সাগরং জাহ্নবীসমা।

ললিতার পূর্ব্বতীরে ভগবান্ নামে পর্ব্বতে স্বয়ং বিষ্ণু লিঙ্গরূপে আছেন; শুক্ল পক্ষের দ্বাদশীতে ললিতায় স্নান করিয়া ভগবান্ পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া বিষ্ণুর নাম যে ব্যক্তি জপ করে, সে ব্যক্তি বৈকুণ্ঠে গমন করে। পূর্ব্বে কথিত নদীসকল গঙ্গার ন্যায় উত্তর দিক হইতে বহির্গত হইয়া দক্ষিণে গমন করিয়াছে।

বশিষ্ঠায় চ কুণ্ডায় ত্রিধারাসলিলায় চ।
অতঃ পুনাতু মৎপাপং গৃহাণার্ঘ্যং দিবাকর॥

ইতি শ্রীকামাখ্যা-মাহাত্ম্যে একাদশোঽধ্যায়ঃ।

—০—

ইদং পীঠং সমাসাদ্য দেবত্বং যান্তি মানবাঃ।
অমৃতত্বং গণত্বঞ্চ তত্র শক্তো যমো নহি॥
তথা কুরু মহাদেব যথা তত্র ক্ষমো যমঃ।
যমো নিরস্তো যত্রাস্তি মর্য্যাদা ন প্রবর্ত্ততে॥

বিষ্ণু বলিতেছেন—সমস্ত তীর্থেতে, সমস্ত দেবতাতে ও সমস্ত ক্ষেত্রে এই কামরূপ দেশব্যাপ্ত, ইহার সদৃশ স্থান আর নাই। এই পীঠে আসিয়া মানব সকল দেবত্ব ও অমরত্ব প্রাপ্ত হইতেছে, যম তাহা বারণ করিতে পারিতেছে না। হে মহাদেব! যে প্রকারে যম পুনরায় ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয় তাহার উপায় করুন, যমের অনাদর হইলে ধর্ম্মের আর মর্য্যাদা থাকে না!

ঔর্ব্ব উবাচ।

এতদ্‌বিষ্ণুবচঃ শ্রুত্বা বিধিনা সহিতস্য তু।
অঙ্গীচকার কৃতয়ে তদ্‌বচঃসাধ্যসাধনে॥
বিসৃজ্য তান্ ব্রহ্মবিষ্ণুযমান্ বৃষভবাহনঃ।
আদায় স্বগণান্ সর্ব্বান্ কামরূপান্তরং যযৌ॥
উগ্রতারাং ততো দেবীং গণঞ্চ প্রাহ শঙ্করঃ।
উৎসারয়ন্তু সকলানিমা ল্লোকান্ গণা দ্রুতম্॥
ততো গণাঃ কামরূপা দেবী চাপ্যপরাজিতা।
লোকানুৎসারয়ামাস পীঠং কর্ত্তুং রহস্যকম্॥

ঔর্ব্বমুনি রাজা সগরের নিকট বলিতেছেন—মহাদেব ব্রহ্মার সহিত বিষ্ণুর এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া, ইহার প্রতিকার করিতে অঙ্গীকার করিলেন। মহাদেব ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও যমকে বিদায় করিয়া আপনার সমস্তগণের সহিত কামরূপে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া

বর্জ্জিত হইলেন। যমের কর্ত্তৃত্বের জন্য ক্ষণমধ্যে কামরূপের এতাদৃশ অবস্থা হইল। বিষ্ণু শাপমুক্ত করিতে আগমন করিলে, যাহাতে মনুষ্য তথাকার মাহাত্ম্য সম্পূর্ণ জানিতে না পারে, তাহার জন্য ব্রহ্মা এই সকল কুণ্ডকে গুপ্ত করিতে উপায় করিলেন।

অপুনর্ভবকুণ্ডস্য সোমকুণ্ডস্য চোভয়োঃ।
ব্রহ্মোর্ব্বশীকুণ্ডয়োস্তু নদীনামপি ভূরিশঃ॥
নদীনাং পূর্ব্বমুক্তানামনুক্তানাঞ্চ গুপ্তয়ে।
সর্ব্বস্যৈকফলজ্ঞানে ব্রহ্মোপায়ং তথাহকরোৎ॥
অমোঘায়াং শান্তনোস্তু ভার্য্যায়াং তনয়ং স্বকম্।
জলরূপং সমুৎপাদ্য জামদগ্ন্যেন ধীমতা।
অবাতারয়দব্যগ্রং প্লাবয়ন্ কামরূপকম্॥
স তু ব্রহ্মসুতো ধীরঃ প্লাবয়ন্ কুণ্ডসঞ্চয়ান্।
আচ্ছাদ্য সর্ব্বতীর্থানি ভুবি গুপ্তানি চাকরোৎ॥

অপুনর্ভবকুণ্ড, সোমকুণ্ড, ব্রহ্মকুণ্ড, উর্ব্বশীকুণ্ড এবং আরও যত উক্ত অনুক্ত নদ নদী আছে, সমস্তই গুপ্ত করিয়া, একফল করিবার জন্য ব্রহ্মা উপায় করিলেন। ব্রহ্মা শান্তনুর ভার্য্যা অমোঘার গর্ভে জলরূপী এক পুত্র উৎপাদন করতঃ পরশুরাম কর্ত্তৃক অব্যগ্রভাবে উহাকে অবতারিত করেন; তাহাতে সমস্ত কুণ্ড প্লাবিত হইয়া যায়।

লৌহিত্যমাত্রং যে কেচিজ্জানন্তি তত্র বৈ নরাঃ।
তে লৌহিত্যস্নানফলং প্রাপ্নুবন্তি সুনিশ্চিতম্॥
ন জানন্তি চ কুণ্ডানি নাপি তীর্থানি চান্যতঃ।
বশিষ্ঠশাপাদেতৎ তু প্রবৃত্তং তীর্থগোপনম্॥

অকার্য্যং ন ময়া কার্য্যং মুনিপত্ন্যা বিগর্হিতম্।
বলাৎ প্রমথ্যা চাহঞ্চেৎ ত্বয়া ত্বাঞ্চ শপাম্যহম্॥
অমোঘয়া চৈবমুক্তে বিধাতুশ্চ তদা নৃপ।
রেতশ্চস্কন্দ তত্রৈব আশ্রমে শান্তনোর্ম্মুনেঃ॥
চ্যুতে রেতসি ধাতাপি হংসযানং সমুত্থিতঃ।
লজ্জয়াতিপরীতাত্মা দ্রুতং বৈ স্বাশ্রমং যযৌ॥

অমোঘা কুটীরে প্রবিষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ দ্বাররোধপূর্ব্বক অতিশয় ক্রোধযুক্তা হইয়া বলিতে লাগিলেন—আমি মুনিপত্নীর বিগর্হিত এইরূপ অন্যায় কার্য্য কখনই করিবনা; যদি বলপূর্ব্বক আপনি আমার প্রতি অন্যায় আচরণ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে নিশ্চয়ই আপনাকে শাপ দিব। রাজা সগরের নিকট ঔর্ব্ব মুনি বলিতেছেন)—হে নৃপ! মহাসতী অমোঘা বিধাতা ব্রহ্মাকে এইরূপ বাক্যে নিরাশ করিলে, শান্তনু মুনির আশ্রমে (সেই খানেই) তাঁহার রেতঃস্খলন হইল। এইরূপে রেতঃস্খলন হইলে ব্রহ্মা অতিশয় লজ্জিত হইয়া হংসারোহণে নিজের আশ্রমে গমন করিলেন।

গতে বেধসি শান্তনু নিজমাশ্রমমাগতঃ।
আগত্য দৃষ্ট্বা হংসানাং পদক্ষোভং তদা ভুবি॥
তেজশ্চ পতিতং ভূমৌ বিধাতু র্জ্বলনোপমম্।
অমোঘাং পরিপপ্রচ্ছ পর্ণশালান্তরস্থিতাম্॥
কিমেতদত্র শুভগে প্রবৃত্তং দৃশ্যতে তু যৎ।
পক্ষিণশ্চ পদক্ষোভং তেজশ্চেদঞ্চ কীদৃশম্॥

ব্রহ্মা সেই স্থান হইতে চলিয়া গেলে, শান্তনু নিজ আশ্রমে আসিয়া ভূমিতে হংসের পদচিহ্ন এবং ব্রহ্মার অনুপম জ্বলন্ত বীর্য্য পতিত দেখিয়া

ততস্তস্যা বচঃ শ্রুত্বা যুক্তং তথ্যঞ্চ শান্তনুঃ।
স্বয়ং পীত্বা তু তত্তেজঃ স্বভার্য্যায়াং ন্যষেচয়ৎ॥
সংক্রামিতৈঃ শান্তনুনা তেজোভি ব্রহ্মণঃ সতী।
গর্ভং দধারামোঘাখ্যা হিতায় জগতাং ততঃ॥
তস্যাঃ কালে তু সম্প্রাপ্তে নাসাতো জলসঞ্চয়ঃ।
তন্মধ্যে তনয়শ্চাপি নীলবাসাঃ কিরীটধৃক্।
রক্তমালাসমাযুক্তো রক্তগৌরশ্চ ব্রহ্মবৎ॥
চতুর্ভুজঃ পদ্মবিদ্যাধ্বজশক্তিধরস্তথা।
শিশুমারশিরস্থশ্চ তুল্যকায়ো জলোৎকরৈঃ॥

তখন মুনিবর শান্তনু তাঁহার কথা যুক্তিযুক্ত মনে করিয়া, সেই বীর্য্য স্বয়ং পানপূর্ব্বক স্বভার্য্যা অমোঘাকে উৎসর্জ্জন করিলেন। এইরূপে শান্তনু কর্ত্তৃক ব্রহ্মতেজ অমোঘার গর্ভে সংক্রামিত হইলে, জগতের হিতার্থে তিনি গর্ভবতী হইলেন। উপযুক্ত সময়ে তিনি জলরাশি প্রসব করিলেন। তন্মধ্যে কিরীটী নীলবস্ত্রধারী রক্তমালাসমাযুক্ত ব্রহ্মার ন্যায় রক্তগৌরবর্ণ চতুর্ব্বাহু পদ্মবিদ্যাধ্বজশক্তিধর এবং পিশুমার শিরে অবস্থিত এক পুত্র অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইনি জলসমূহের তুল্য দেহধারী।

তজ্জাতশ্চ তথাভূতং শান্তনুর্লোকশান্তনুঃ।
চতুর্ণাং পর্ব্বতানাঞ্চ মধ্যদেশে ন্যবীবিশৎ॥
কৈলাশশ্চোত্তরে পার্শ্বে দক্ষিণে গন্ধমাদনঃ।
জারুধিঃ পশ্চিমে শৈলঃ পূর্ব্বে শম্বর্ত্তকাহ্বয়ঃ॥
তেষাং মধ্যে স্বয়ং কুণ্ডং পর্ব্বতানাং বিধেঃ সুতঃ।
কৃত্বাতিবব্বৃধে নিত্যং শরদীব নিশাকরঃ॥

স্নাতি লৌহিত্যতোয়েষু স যাতি ব্রহ্মণঃ পদম্।
লৌহিত্যতোয়ে যঃ স্নাতি স কৈবল্যমবাপ্নুয়াৎ॥

অবশেষে তিনি সমস্ত কামরূপকে জলদ্বারা প্লাবিত করিয়া, সমস্ত তীর্থকে গুপ্ত করিয়া, দক্ষিণ সাগরে গমন করেন।, যমুনার পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র লৌহিত্য দ্বাদশ যোজন বিস্তীর্ণ হইয়া সাগরাভিমুখে গমন করিয়াছেন। যিনি শুচি ও প্রযতমানসে সম্পূর্ণ চৈত্রমাস বিশেষতঃ শুক্ল অষ্টমীতে লৌহিত্য জলে স্নান করেন, তিনি ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন। লৌহিত্য-জলে স্নান করিলে কৈবল্য পদপ্রাপ্তি হয়।

বৃহদ্গবাক্ষে।

যমুনা দক্ষিণে কূলে মধ্যে চাপি সরস্বতী।
লৌহিত্যস্যোত্তরে তীরে সদা বহতি জাহ্নবী॥

ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ তীরে যমুনা, মধ্যে সরস্বতী এবং উত্তরে গঙ্গা সর্ব্বদাই বিরাজমান আছেন।

ব্রহ্মপুরাণে।

নারদ উবাচ।

মাহাত্ম্যঞ্চৈব সর্ব্বেষাং শ্রুতং বিস্তরতো ময়া।
গঙ্গাদিসরিতাং সম্যক্ তীর্থরাজস্য ন শ্রুতম্॥

নারদ ব্রহ্মার নিকটে বলিতেছেন—হে ব্রহ্মন্! আপনার নিকট গঙ্গাদি সমুদয় তীর্থের মাহাত্ম্য বিস্তারিতরূপে শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে তীর্থরাজের মাহাত্ম্য শুনিতে ইচ্ছা করি।

ব্রহ্মোবাচ।

তীর্থরাজস্য মাহাত্ম্যং শৃণুষ্বৈকমনাঃ সুত।
কথয়ামি মহাভাগ লৌহিত্যস্য চ কীর্ত্তনম্॥

যিনি চৈত্রমাসে শুক্লাষ্টমীতে বিজিতেন্দ্রিয় হইয়া ব্রহ্মপুত্রে স্নান করেন, তিনি ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন। চৈত্রমাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে যদি পুনর্ব্বসু নক্ষত্র এবং বুধবার হয়, সেই যোগে ব্রহ্মপুত্রে স্নান করিলে বাজপেয় যজ্ঞের ফললাভ হয়। এই অষ্টমীকে অশোকাষ্টমী বলে। ঐ দিনে ব্রহ্মপুত্রে স্নান ও অশোক-কলিকা পান করিবে।

স্নানং দানং তথা জপ্যং যজ্ঞঞ্চ সুরপূজনম্।
লৌহিত্যে হি কৃতং সর্ব্বং কোটিকোটি গুণং ভবেৎ॥
শিবলিঙ্গানি কোটীনি গঙ্গায়ামপি পূজয়েৎ।
ততোধিকফলং পুত্র ব্রহ্মপুত্রে লভেন্নরঃ॥
কাশীবাসেন যৎ পুণ্যং লভতে বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
তদেব সমবাপ্নোতি ব্রহ্মপুত্রে বসেত্তু যঃ॥

লৌহিত্যে স্নান, দান, জপ, যজ্ঞ এবং দেবপূজা করিলে, কোটি কোটি-গুণ ফললাভ হয় এবং গঙ্গায় কোটি শিবলিঙ্গ পূজনের ফল অপেক্ষা অধিক ফললাভ হয়। বিজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি কাশীবাসে যে পুণ্যলাভ করেন, যিনি ব্রহ্মপুত্র-তীরে বাস করেন, তিনি সেই ফল প্রাপ্ত হন।

পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি সাগরাশ্চোত্তমাদয়ঃ।
প্রয়াগঃ পুষ্করশ্চৈব গঙ্গাসাগরসঙ্গমঃ।
এতেষাং ফলমাপ্নোতি ব্রহ্মপুত্রে চ বাসকে॥
যা গতি র্যোগযুক্তানাং মুনীনামূর্দ্ধরেতসাম্।
সা গতিস্ত্যজতঃ প্রাণান্ ব্রহ্মপুত্রাদি-সপ্তসু॥

ব্রহ্মপুত্র-তীরে বাস করিলে প্রয়াগ, পুষ্কর, গঙ্গাসাগর-সঙ্গম প্রভৃতি পৃথিবীতে যত তীর্থ আছে, সমুদয় তীর্থবাসেরই ফললাভ হইয়া থাকে। ব্রহ্ম-

পুস্তকং শ্বেতপদ্মঞ্চ বিভ্রতং দক্ষিণে করে।
বামে শক্তিধ্বর্জঞ্চৈব শিশুমারস্থিতং শুভম্।
প্রপদ্যে নদরাজঞ্চ ব্রহ্মভূতস্য ভূতিদম্॥

এই ধ্যান করিবে।

আবাহনম্।

কালিকাপুরাণে।

ব্রহ্মপুত্র নদশ্রেষ্ঠ জামদগ্ন্যাবতারিত।
পশুর্না দত্তমার্গেন আগচ্ছ বরদো ভব॥

এই মন্ত্রে আবাহন করিবে।

স্তোত্রম্।

ব্রহ্মপুরাণে।

নমোঽস্তু বিষ্ণুরূপায় ব্রহ্মপুত্রায় বৈ নমঃ।
নমঃ সাগরপুত্রায় গঙ্গাপুত্রায় বৈ নমঃ॥
নমঃ শান্তনুপুত্রায় অমোঘানন্দনায় চ।
নমস্তে সর্ব্বসংহন্ত্রে কল্পে শুদ্ধজলায় চ॥
নমস্তে তীর্থরাজায় সর্ব্বতীর্থজলায় চ।
সদা জনাঘনাশায় নদীনাং পতয়ে নমঃ॥
সদা চঞ্চলরূপায় ঘোরাবর্ত্তায় বৈ নমঃ॥
ইদং স্তোত্রং পঠেদ্‌যস্তু লৌহিত্য-তীরতঃ শুচিঃ।
ভুক্ত্বা বৈ দেবদেবেশো নাকমেষ্যতি নান্যথা॥

কর্ত্তব্যতা মাশু সমাপ্যতীরতঃ, সম্পূজ্য ভক্ত্যা বিধিবৎ প্রণম্য চ।
সমাহিতোঽর্ঘ্যং ফলপুষ্পসংযুতং, দদ্যাৎ সদা চোত্তরসংস্থিতো নরঃ॥

অম্বুবাচী তিন দিন অধ্যয়ন, দেবপূজন, পিতৃপূজন, পাঠ, বীজবপন ও ভূমি খননাদি করিবে না।

বামকেশ্বর-তন্ত্রে পঞ্চপঞ্চাশ-পটলে।

আষাঢ়ে প্রথমে দেবি অম্বুবাচীদিনত্রয়ম্।
সঙ্গোপয়ান্ গৃহে দেবীং স্থাপয়েদ্ বস্ত্রবেষ্টনৈ ॥

হে দেবি! আষাঢ়ে প্রথমে অম্বুবাচীর তিন দিন বস্ত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া দেবীকে গোপনে গৃহাভ্যন্তরে রাখিবে।

মৎস্যসূক্তে ষট্পঞ্চাশ-পটলে।

ধরণ্যামৃতুমত্যাং তু তথা সপ্ত দিনানি চ।
ঋতুমত্যাং ন কুর্ব্বীত পূর্ব্বসঙ্কল্পিতাদৃতে ॥
ন কুর্য্যাৎ খননং ভূমেঃ সূচ্যগ্রেণাপি শঙ্করি।
বীজানাং পবনঞ্চৈব চতুর্ব্বিংশতি-যামকম্ ॥
প্রমাদাদ্পবনং কৃত্বা গাশ্চ তত্র প্রচারয়েৎ ॥
কৃচ্ছ্রং কুর্য্যাদ্ভক্ষণাচ্চ খননাৎ তিলকাঞ্চনম্ ॥
দুর্গাদ্যা মাতরঃ সর্ব্বা ঋতুমত্যো ভবন্তি হি ॥

পৃথিবী সাত দিন পর্য্যন্ত ঋতুমতী হন। ঋতুমতী হইলে সে কয়দিনের মধ্যে সঙ্কল্প করিয়া কোন কার্য্য করিবে না, কিন্তু পূর্ব্বসঙ্কল্পিত কার্য্য করিতে পারিবে। হে শঙ্করি! সূচীর অগ্রভাগ দ্বারাও পৃথিবীকে খনন করিবে না; আরম্ভ হইতে চব্বিশ প্রহর পর্য্যন্ত বীজবপনও করিবে না; ভ্রমক্রমে যদি কখন কেহ বীজ বপন করে, সেই বীজোৎপন্ন ফল